NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি: সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম: স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল: শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ: ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি: সুন্দর থাকা
শুক্র: সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি: অর্থের আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ নিউটাউনে গৃহবধূ হত্যার পিছনে রয়েছে মৃতার একাধিক সম্পর্ক

কন্যাসন্তানকে বিক্রি করলেন মা, বিস্মিত আদালত ৩

কলকাতা ২৪ জুলাই ২০২৫ ৭ শ্রাবণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.07.2025, Vol.19, Issue No. 45, 8 Pages, Price 3.00

সুপার কিক...

বুধবার বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরপর দু'বার ফুটবলে কিক মেরে ডুরান্ড কাপের সূচনা করেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে মাঠে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের একঝাঁক মন্ত্রীও হাজির ছিলেন বুধবারের যুবভারতীতে।

ছবি: অদিতি সাহা

ইস্তফা বিতর্কের মাঝেই

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই: একদিকে যখন উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে জগদীপ ধনখড়ের আচমকা ইস্তফা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক চলছে, তার মধ্যেই বুধবার নতুন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। ২৩ জুলাই, বুধবার এই বিষয়ে বিজ্ঞাপ্তি জারি হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এরপর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। খুব শিগগির নির্বাচন হবে বলেই জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, অনেকের মতে, ধনখড়ের বিদায়ের পর যে উপনির্বাচন হবে, সংখ্যার হিসাবে তাতে সরকার পক্ষের প্রার্থীর জয় অবধারিত। তবে আদর্শগত বিরোধিতার প্রশ্নে নিজেদের প্রার্থী নিশ্চয়ই দেবে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'। সে বিষয়ে তারা ভাবনাচিন্তাও করছে বলে বিরোধীদের একটি সূত্রের দাবি।

মেয়াদ পূরণের আগেই উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফার

ঘটনা একেবারেই বিরল নয়। অতীতেও দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সাংবিধানিক পদ থেকে এ ভাবে পদত্যাগ করেছিলেন আরও দুই রাষ্ট্রপতি; ভিভি গিরি এবং আর বেঙ্কটরমণ।

কমিশন জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই 'ইলেক্টোরাল কলেজ' তৈরির কাজ চলছে। সংসদের দুই কক্ষে, অর্থাৎ লোকসভা এবং রাজ্যসভার নির্বাচিত এবং মনোনীত সাংসদদের নিয়েই ইলেক্টোরাল কলেজ গঠিত হয়। পাশাপাশিই, রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের নাম চূড়ান্ত করা হচ্ছে। অতীতে কী ভাবে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজও চলছে বলে জানিয়েছে কমিশন।

এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নতুন যিনি উপরাষ্ট্রপতি হবেন, তিনি পুরো পাঁচ বছরের জন্যই পদে থাকবেন। ধনখড়ের ছেড়ে দেওয়া দু'বছরের জন্য নয়। স্বাভাবিক ভাবে যেখানে ২০২৭ সালে পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন নির্ধারিত ছিল এবং নির্বাচিত সেই উপরাষ্ট্রপতির মেয়াদ হত ২০৩২ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এ বার তা পাল্টে পরেরটি হবে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর। অর্থাৎ ২০৩০ সালে।

বুধেও উত্তাল লোকসভা ও রাজ্যসভা

আগামী সপ্তাহে সংসদে ভাষণ দেবেন মোদী!

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই: সোমবার ও মঙ্গলবারের পর বুধেও উত্তাল সংসদ। বিহারে এসআইআর, পহেলগাঁও হামলা-সহ একাধিক ইস্যুতে বুধবার লোকসভায় স্লোগান দেন বিরোধীরা। একই চিত্র ছিল রাজ্যসভাতেও। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, 'এই সদন আলোচনা ও সংলাপের জন্য, স্লোগান দেওয়ার জন্য নয়। সদনের মর্যাদা বজায় রাখুন।'

এদিকে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধী সাংসদরা এদিন সংসদ ভবন চত্বরে বিহারে ভোটার তালিকার চলমান বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশন বিহারে ভোট নিষিদ্ধ করার কাজ করছে। এটি কেবল প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সম্মতিতেই করা যেতে পারে। আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী মোদী এসআইআর-এর আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন এবং অপারেশন সিঁদুর এবং এসআইআর-এর আলোচনা কখন হবে তা তিনি আমাদের জানান।'

এদিকে, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণের জবাব দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী! সূত্রের খবর, বাদল অধিবেশনেই এই ইস্যুতে মুখ খুলতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সম্ভবত সংসদের দুই কক্ষেই তিনি ভাষণ দিতে পারেন। উল্লেখ্য, আগামী সপ্তাহেই লোকসভা এবং রাজ্যসভায় যথাক্রমে ১৬ ঘণ্টা এবং ৯ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার জন্য। সেই আলোচনার শেষেই ভাষণ দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সরকার পক্ষ আগামী সপ্তাহে আলোচনার জন্য দুই কক্ষ মিলিয়ে মোট ২৫ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করেছে। বিরোধীদের দাবি, অপারেশন সিঁদুর এবং ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি নিয়ে সংসদে দাঁড়িয়ে বিবৃতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। যদিও এই ইস্যুতে আলোচনার জন্য আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নারাজ বিরোধী শিবির। রাহুলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা এড়াতে চাইছেন। সংসদে বিবৃতি এড়াতে চাইছেন।

সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে বুধবার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'একদিকে সরকার বলছে অপারেশন সিঁদুর চলছে। অন্যদিকে বলছে আমরা জিতে গিয়েছি। আবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ২৫ বার বলেছেন, তিনি অপারেশন সিঁদুর থামিয়ে দিয়েছেন। ডাল মে কুছ না কুছ কালা হ্যায়।' রাহুলের বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে একটা বিবৃতি দিতে পারছেন না। দেবেনই বা কী করে? কীই বা বলবেন? মেনে নেবেন যে ট্রাম্পই যুদ্ধবিরতি করেছেন? সেটা তো বলতে পারবেন না।' বিরোধী দলনেতার সাফ কথা, সরকার না মানলেও এটাই সত্যি যে ট্রাম্প সংঘর্ষ বিরতি করিয়েছেন। গোটা দুনিয়া সেটা জানে। তাঁর অভিযোগ, অপারেশন সিঁদুরের সময় কূটনৈতিকভাবে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে সরকার। কোনও দেশকে পাশে পাওয়া যায়নি।

তবে বিরোধীদের এহেন সমালোচনার জবাব দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আপাতত তিনি ব্রিটেন এবং মালদ্বীপ সফরে গিয়েছেন। বিদেশ সফর সেরে ফিরে এসেই তিনি সংসদের দুই কক্ষে ভাষণ দিতে পারেন।

দুই দেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই: দু'টি দেশের সফরের উদ্দেশ্যে বুধবার রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি প্রথমে যাবেন ব্রিটেনে। সেখানে মুক্ত বাণিজ্যচুক্তিতে (এফটিএ) স্বাক্ষর করবেন। তারপর যাবেন মালদ্বীপে। প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম সে দেশে যাচ্ছেন মোদী। ভারত এবং মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য এই সফর গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

২৩ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত চার দিনে দুই দেশে সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী। ২৩ তারিখ, বুধবার তিনি রওনা হয়েছেন ব্রিটেনের উদ্দেশ্যে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে বৈঠক ও আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গেও দেখা করবেন। ভারত এবং ব্রিটেন উভয় দেশের ব্যবসায়ী নেতৃত্বের সঙ্গেও মতবিনিময়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি প্রধানমন্ত্রীর চতুর্থ ব্রিটেন সফর হবে।

এরপর প্রধানমন্ত্রীর মালদ্বীপ সফর ২৫ এবং ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। তিনি মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মোহাম্মদ মুইজ্জুর আমন্ত্রণে একটি রাষ্ট্রীয় সফরে যাচ্ছেন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপের স্বাধীনতার ৬০-তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

কসবাকাণ্ড: অভিযুক্তদের গেট পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বার 'গেট পরীক্ষা' হতে চলেছে কসবার কলেজে গণধর্ষণকাণ্ডের মূল অভিযুক্তের। বুধবার ধৃতদের এই পরীক্ষা করেন তদন্তকারীরা। এই পরীক্ষায় মূলত অভিযুক্তের শরীরের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। কসবাকাণ্ডেও ধৃতদের পরীক্ষার পর ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভিডিয়ো প্রমাণ।

কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত 'এম'-এর 'গেট পরীক্ষা' সংশোধনাগারের ভিতরেই হয় এই পরীক্ষা। বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে সিসিটিভি ক্যামেরার ছবির সঙ্গে অভিযুক্তদের হাঁটাচলা মিলিয়ে দেখা হয়। ধৃতদের এই বিশেষ পরীক্ষা করতে চেয়ে আগেই আবেদন করা

হয়েছিল। বুধবার সেই পরীক্ষার অনুমতি মিলেছে। এই পরীক্ষাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে, ল কলেজের সিসিটিভি থেকে উদ্ধার হওয়া ফুটেজে যাঁদের দেখা গিয়েছে, তাঁরা আদৌ 'এম' ও তাঁর সঙ্গীরা কি না।

এদিকে, কসবা আইন কলেজ কাণ্ডে ধর্ষিতা ছাত্রীর অভিযোগের পর তদন্ত চলছে দ্রুত গতিতে। বাজেয়াপ্ত চারটি মোবাইলের ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে পেয়েছে লালবাজার। মনোজিৎ মিশ্র ও তাঁর দুই সহযোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, কলেজের দুটো জায়গা থেকে রক্তের নমুনা মিলেছে। এই রক্তের নমুনা মিলেছে ইউনিয়ন রুমের মেঝেতে আর গার্ড রুমে থাকা হলুদ রঙের বেড শিটে।

গত ২৫ জুন কসবার কলেজে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার হন কলেজেরই এক প্রাক্তন ছাত্র তথা বর্তমান কর্মী 'এম', দুই বর্তমান ছাত্র এবং কলেজের রক্ষী। মঙ্গলবার চার জনকে ফের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে আদালত। আগামী ৫ অগস্ট পর্যন্ত জেলেই থাকবেন তাঁরা।

সিইও-র উপর নিয়ন্ত্রণে চাপানউতোর বিভিন্ন মহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে রাজ্যের সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে চাপানউতোর অব্যাহত। তবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের উপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী বলে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন। বুধবার সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ওই দপ্তরের কর্মীদের রাজ্য সরকার নিয়োগ করে। রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর তাঁদের বেতন দেয়। অথচ ওই দপ্তরের উপর রাজ্যের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না; এটা হতে পারে না। বিষয়টি যে বিতর্কিত, তা স্পষ্ট করে বিমানবাবু জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের একাধিক মহলে ইতিমধ্যেই আলোচনাও শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, এই ইস্যুতে প্রশাসনিক স্তরে নয়া নির্দেশ আসতে পারে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনের সম্পর্ক ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সিইও-র ভূমিকা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল রাজ্য সরকার। এবার বিধানসভার স্পিকারের এই মন্তব্যে সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ হল।

পাঠানো হয়েছে ভুল দেহ!

আমদাবাদ, ২৩ জুলাই: এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনার পর ভুল দেহ পেয়েছেন মৃতদের পরিবার! এমনই অভিযোগ এনেছেন ব্রিটেনের দুই পরিবার। তাঁদের আইনজীবীর মতে, দুর্ঘটনার পর যে দেহ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সেগুলোর ডিএনএ আবার পরীক্ষা করানো হয়। তখনই দুই পরিবার জানতে পারে, ভুল দেহ পাঠানো হয়েছে তাঁদের।

দুই পরিবারের আইনজীবী জানান, তাঁদের আত্মীয়দের দেহ ভুলভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। ভুল দেহ পাঠানো হয়েছে ব্রিটেনে। একজনের দেহাবশেষ একেবারেই ভুল ছিল। অপরজনের দেহাবশেষের সঙ্গে মিশে ছিল অন্য কারোর দেহ। লন্ডনে ডিএনএ শনাক্ত করে ওই দুই দেহাবশেষ আলাদা করা হয়। শেষ পর্যন্ত একজনের শেষকৃত্যও বাতিল করতে হয়। কারণ নিজেদের আত্মীয়ের দেহাবশেষ পরিবারের হাতে এসে পৌঁছয়নি। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে অপরজনের দেহাবশেষ আলাদা করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

আমদাবাদ দুর্ঘটনা

মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট আমরা দেখেছি। এ বিষয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। নিয়ম মেনে দেহ চিহ্নিতকরণের কাজ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পেশাদারিত্ব এবং শ্রদ্ধার সঙ্গেই নিহতদের দেহ কফিনবন্দি করে পাঠানো হয়েছিল।'

আমদাবাদের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর সেখানকার সরকারি হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে দেহ শনাক্ত করা হয়েছিল। তারপর কফিনবন্দি দেহ তুলে দেওয়া হয় মৃতদের পরিবারের হাতে। সবমিলিয়ে ব্রিটেনের ৫৩ জন নাগরিকের মৃত্যু হয় আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায়। দুর্ঘটনায় মৃত অধিকাংশ ব্রিটিশ নাগরিকের শেষকৃত্য হয়ে গিয়েছে ভারতেই। তবে ১২ জনের দেহ পাঠানো হয়েছিল ব্রিটেনে। কিন্তু তার মধ্যে দু'জনের দেহ ফের ডিএনএ পরীক্ষা করতেই দেখা যায়, ভুল দেহ পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার

■ জঙ্গি সংগঠন আল কায়দার হয়ে কাজ করার অভিযোগে ভারতের তিন শহর থেকে ৪ জন সন্দেহভাজন যুবককে গ্রেপ্তার করল গুজরাত পুলিশ। জানা গিয়েছে, ৪ জনের মধ্যে দু'জনকে গুজরাত এবং বাকি ২ জনকে উত্তরপ্রদেশের নয়ডা এবং দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম মহম্মদ ফাইক, মহম্মদ ফারদিন, সেফুল্লাহ কুরেশি এবং জিশান আলি। তারা প্রত্যেকেই ভারতের বাসিন্দা। বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

নতুন ঘূর্ণাবর্ত

■ পশ্চিম-মধ্য উত্তর-পশ্চিম সংলগ্ন এলাকায় চিনের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় উইফা-র অবশিষ্ট অংশে জুড়ে উত্তর বঙ্গোপসাগরে বৃহস্পতিবার নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত শক্তিশালী হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহওয়া দপ্তর। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বৃহস্পতিবার উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভাবনা। এর প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর ও মধ্য বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। মৎস্যজীবীদের বৃহস্পতিবার থেকে বাংলা এবং ওড়িশা উপকূলে উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

নিশানায় পাক

■ অপারেশন সিঁদুরে সপাটে চড় কষানোর পর, এবার রাষ্ট্রসংঘে পাককে ফের একহাত নিল ভারত। রাষ্ট্রসংঘে ভারতের প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ জানান, সন্ত্রাস ও ধর্মান্ধতায় ডুবে রয়েছে পাকিস্তান। বেঁচে রয়েছে ঋণের উপর। পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার জন্য আইএমএফের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ভারত। রাষ্ট্রসংঘে অংশ নিয়ে হরিশ বলেন, ভারত হল একটি গণতান্ত্রিক দেশ।

অধিবেশন

■ বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে নিগ্রহের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করতে রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হচ্ছে। আগামী ৮ অগস্ট থেকে ২১ অগস্ট পর্যন্ত বিধানসভার ওই বিশেষ অধিবেশন চলতে পারে বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিক সংক্রান্ত প্রস্তাব ছাড়াও চারটি বিল ওই অধিবেশনে পেশ করা হতে পারে।

'তৃণমূলের অনেক বিধায়কই বুঝেছেন এবার বিদায়ের পালা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে তৃণমূলের দিন ফুরিয়েছে, এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ ও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'জনরোষ ক্রমেই বাড়ছে। তৃণমূলের অনেক বিধায়কই বুঝে গিয়েছেন, এবার বিদায়ের পালা। হুমায়ুন কবীর বহুবার দল বদলেছেন। তিনি কোথায় দল গড়বেন, তা ঠিক করবেন এলাকার মানুষ। বিজেপি এই বিষয়ে স্পষ্ট।'

সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ নস্যাৎ করে শমীকের দাবি, 'বিজেপি কখনও ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করে না। আমরা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাংলার প্রতিটি নাগরিকের স্বার্থেই কথা বলি।' তাঁর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গ একটি সাংবিধানিক ভাবনাচিন্তার ফসল। এই ভূখণ্ডের ভিত্তি বহুত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা। বিজেপি সেই অবস্থানেই দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে।'

ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম থাকার অভিযোগ তুলেছেন শমীক। প্রশ্ন তুলে বলেন, 'একই নাম একাধিক জায়গায় কেন থাকবে? নির্বাচন কমিশন কেন তা মেনে নেবে? বিরোধীরা কেন সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে না? কমিশনের অবস্থান সুপ্রিম কোর্টে স্পষ্ট হয়েছে। তবু সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূল একই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তৈরি করছে।'

তিনি আরও বলেন, '২০২১ সালে বাংলার মানুষ সিপিএম-কংগ্রেসকে শূন্য করেছে, কারণ তারা কার্যত তৃণমূলকে সাহায্য করছিল। তাই রাজ্যে মূল লড়াই তৃণমূল বনাম বিজেপির।'

রোহিঙ্গা ইস্যুতে কড়া অবস্থান নিয়ে শমীক জানান, 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে পুলিশকে সহায়তা করছে

বাঙালিরাই, হিন্দু-মুসলিম উভয়েই। অন্যান্য রাজ্য যেমন হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, রাজস্থান বা অন্ধ্রপ্রদেশ, সেখানেও রাজ্য সরকাররা নিজের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে। দিল্লিতেও তাই হয়েছে।'

রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে শমীকের আক্ষেপ, 'বিজেপি চায় না কোনও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী রাজ্যের পরিশ্রমী শ্রমিকদের কাজ কেড়ে নিক।' নকল নোট ও জাল শংসাপত্রের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য বলছে, সারা দেশে উদ্ধার হওয়া নকল নোটের ৭২ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকেই আসে। এই রাজ্যেই তৈরি হচ্ছে ভুয়ো আধার ও অন্যান্য কাগজ, যার ফলে সারা দেশের বাঙালিরা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন।'

সবশেষে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শমীক বলেন, 'যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁদের রাজ্যের জিডিপি নাকি দেশের জিডিপির চেয়েও বেশি, কৃষকদের আয় তিনগুণ বেড়েছে, বেকারত্ব ৪০ শতাংশ কমেছে; সেই রাজ্য থেকেই যদি এত মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে পাড়ি দেন, তাহলে মানুষ বিশ্বাস করবে কীভাবে?'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৫২ নং এফিডেভিট বলে Prabhat Ghosh S/o. Basudeb Ghosh ও Provat Ghosh S/o. Basudev Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Bitu Dey S/o. Lakshinarayan Dey ও Bitu De S/o. L. N. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৫৬ নং এফিডেভিট বলে Tanushree Ghosh W/o. Apurba Ghosh ও Tanushree A Ghosh W/o. Apurba সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৬৫৩ নং এফিডেভিট বলে Sital Biswas S/o. Birendra Nath Biswas ও Shital Biswas S/o. B. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

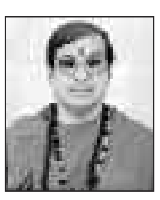

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

CHANGE OF NAME

I, **Shrimati Halima Begum** W/o, Rashed Rahman R/o, 7F, Sapgachi 1st Lane, Tiljala, Ward No. 66, P.O. & P.S. - Tiljala, 24 Pgs (S), Kolkata - 700039 do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is Halima Begum accordingly to all my records and Aadhaar & Votar Card, but in my minor daughter's (Elma Rahman) Birth Certificate my name has been wrongly recorded as Halima Rahman in place of my actual name Halima Begum. That **Halima Begum** and **Halima Rahman** is the one and same identical person vide Affidavit No. 14303 dated 19.07.2025 before the LD 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে জুলাই, শুক্রবার, ৮ ই শ্রাবন। প্রতিপদ তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র এবং বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্টি বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

**(আজ শ্রী কৃষ্ণের র ঝুলন যাত্রারম্ভ।
নবদ্বীপে শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ঝুলন যাত্রা।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৪৮ নং এফিডেভিট বলে Bablu Adhikary S/o. Lakshmipada Adhikary ও Bablu Adhikari S/o. P. K. Adhikari সাং গজঘন্টা, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৫০ নং এফিডেভিট বলে Sk. Nossib Ali Mondal S/o. Sk Rahul Amin Mondal ও Sk Nassib Ali Mondal S/o. Sk R Amin সাং বোসপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৩৬৯ নং এফিডেভিট বলে Moumita Chakraborty W/o. Sanjib Chakraborty ও Moumita Dey D/o. V. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৫৫ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Denre S/o. Laxmikanta Denre ও Samir Kr. Denre S/o. Lt. L K Denre, Lakshmikanta Denre সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৫৮ নং এফিডেভিট বলে Hafijul Laskar S/o. Abdul Kayum Laskar ও Haphijul Laskar S/o. K. Laskar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম - পদবী পরিবর্তন

আমি, **রত্না চ্যাটার্জী ব্যানার্জী**, পিতা - অতীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী, ২০আর, বালিগঞ্জ টেরাস, কলকাতা-৭০০০২৯ নিবাসী, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা, এফিডেভিট সেকশনের ইন-চার্জের কাছে এফিডেভিট নং ১০৬৭, তারিখ ৪ঠা জুলাই ২০২৫ এর মাধ্যমে ঘোষণা করছি যে, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে **"রত্না চ্যাটার্জী"** নামে পরিচিত হব। **"রত্না চ্যাটার্জী ব্যানার্জী"** এবং **"রত্না চ্যাটার্জী"** উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I, Smt. Pratima Singh, D/o. Madhab Singh and Kalidasi Singh by faith Hindu, by occupation House wife, Residing at Basaki, P.O.- Dhobapara, P.S.- Balagarh, Dist.- Hooghly, PIN-712512, made an affidavit vide no. 8871, dt. 22/07/2025 in the Court of the Ld. Judicial Magistrate, Hooghly regarding my parents, where I declared that **(i) Madhab Singh** and **Madhab Bhumij (ii) Kalidasi Singh** and **Kalidasi Dasi** is one and identical person and **Kalidasi Singh alias Kalidasi Dasi** is the recorded owner of 16 decimal shali land in L.R. Dag No. 305 under L.R. Khatian 181, in Beraberi (J.L. No. 136) mouza, P.S. Dadpur, Hooghly.

AFFIDAVIT

গত 23/07/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 6332 নং এফিডেভিট বলে আমি Sakti Malik @ Sakti Duley S/o. Late Lakshman Malik @ Lakshman Duley ঘোষণা করিয়াছি যে, হাল সেটেলমেন্ট রেকর্ডে (যাহার L.R. Khatian 736, Dag 377, 381, 382, 383 & 385, মৌজা বাসুদেবপুর, জে.এল নং ৩৯, থানা মগরা, জেলা হুগলী) ও ডকুমেন্টে আমার পিতার নাম Lakshman Duley S/o. Akkari Duley লিপিবদ্ধ আছে। আমি **Sakti Malik S/o. Late Lakshman Malik @ Sakti Duley S/o. Lakshman Duley** এবং আমার পিতা **Lakshman Malik S/o. Akkari Malik @ Lakshman Duley S/o. Akkari Duley** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে আমার মক্কেল শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার (পিতা: শ্রী বীরেন চন্দ্র সরকার) বর্তমানে একাত্তর নম্বর মানসভূমি লেন কলকাতা- ৭০০০৭৯, ঠিকানার সম্পত্তির আইনসঙ্গত মালিক। উল্লেখিত সম্পত্তি দমদম থানা এলাকার এবং দমদম পৌরসভার ওয়ার্ড নম্বর ২ এর অধীনে অবস্থিত। উক্ত সম্পত্তিটির হোল্ডিং নম্বর ৭১, সুলতানপুর মৌজা (জে এল নম্বর ১০) আর. এস. খতিয়ান নম্বর ১০০৪, তৌজি নম্বর ১৭৩, দাগ নম্বর ২২১৬ ও ২২১৭, মোট জমির পরিমান প্রায় দু কাঠা (আনুমানিক) এবং উক্ত জমির উপর একটি দ্বিতল ভবন অবস্থিত যা প্রায় ১০০০ বর্গফুট আয়তনের। আমার মক্কেল দীর্ঘকাল ধরে উক্ত সম্পত্তির আইনসঙ্গত দখল ও ভোগ দখল করছেন এবং বর্তমানে সম্পত্তিটি নিজের নামে মিউটেশন করার প্রক্রিয়া শুরু করতে ইচ্ছুক। যে কোনো ব্যক্তির যদি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোন দাবি, স্বার্থ বা আপত্তি থাকে, তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজেদের দাবি বা আপত্তিসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিয়া জমা করিবেন। যদি এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দাবি বা আপত্তি না আসে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে উক্ত সম্পত্তিটির উপর কারুর কোন আপত্তি বা দাবি নেই এবং আমার মক্কেল মিউটেশন প্রক্রিয়া জন্য অগ্রসর হইবেন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য বা দাবি আপত্তি জমা দেওয়ার জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।

Shubhrajit Chaudhuri (Advocate)
Date: 29/06/2025

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেল আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড,
সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করছে যে, আমাদের মক্কেল আধার হাউসিং ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে, রেজিস্টার্ড অফিস : ৩০১, ৪র্থতল, ভাজানলাল্লোহিয়া লেন, হাওড়া -৭১১১০১, আমি এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, জনৈক শ্রী মহানন্দ হালদার, পিতা মহাদেব হালদার, সাকিন : ১৯৫, আগুড়ি পাড়া, কাঁচড়াপাড়া, পো : কাঁচড়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫, ঋণের জন্য আবেদন করেছেন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বন্ধকীর দ্বারা পরিমাণ আনুমানিক ২.০১ ডেসিমেল সমপরিমাণ ০১ কাঠা ০৩ ছটাক ২০ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১৮০ বর্গফুট, মৌজা : হালিশহর, জেএল নং ৬, আরএস নং ৩৭, তৌজি নং ১, এলআর খতিয়ান নং ২৬৭৭, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১৯৮৫২, আরএস দাগ নং ৫৩৫০, এলআর দাগ নং ৯০২২, হোল্ডিং নং ৭৬, আগুড়ি পাড়া, থানা : বীজপুর, ওয়ার্ড নং ১২, কাঁচড়াপাড়া পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পাদিত দলিল তারিখ ২৪-০৫-২০১৭, জনৈক শ্রী দিলীপ কুমার কুন্ডু, শ্রী দীপক কুমার কুন্ডু, শ্রী বিকাশ কুন্ডু, শ্রী বিশ্বজিৎ কুন্ডু, শ্রীমতি মমতা কুন্ডু, শ্রীমতি সবিতা কুন্ডু, শ্রীমতি মহামায়া পাল এবং শ্রীমতি মনোরমা হালদার -যৌথভাবে বিক্রয় হস্তান্তর করেছেন, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.০১ ডেসিমেল সমপরিমাণ ০১ কাঠা ০৩ ছটাক ২০ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ আনুমানিক ১৮০ বর্গফুট, মৌজা : হালিশহর, জেএল নং ৬, আরএস নং ৩৭, তৌজি নং ১, এলআর খতিয়ান নং ২৬৭৭, আরএস দাগ নং ৫৩৫০, এলআর দাগ নং ৯০২২, দলিল হোল্ডিং নং ৭৬, আগুড়ি পাড়া, থানা : বীজপুর, ওয়ার্ড নং ১২, স্থানীয় কাঁচড়াপাড়া পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রী মহানন্দ হালদারের অনুকূলে। উক্ত দলিল যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর নৈহাটি এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫০৭-২০১৭, পৃষ্ঠা ৬৭৬৭৫ থেকে ৬৭৭০১, দলিল নং ১৫০৭০৩৭২৩ -২০১৭ সালের।
কোনও সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা কোনও ব্যক্তির কোনও আপত্তি/দাবি থাকলে অনুগ্রহ করে নির্দেশ মতে নির্দিষ্টভাবে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিমান কুমার দাস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেটস
১২/২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ৮৯৫২

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা নবযুগ এল এস কোঃ-অপাঃ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড এর সকল সদস্য ও সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, নবযুগ সমিতির নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিযুক্ত আধিকারিক মহাশয়ের আদেশ অনুসারে (স্বারক সংখ্যা-৯৪৭, তারিখ ২৫/০৭/২০২৪) ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে সহকারী নির্বাচন আধিকারীক মহাশয়ার তত্বাবধানে উক্ত সমিতির খসড়া ভোটার তালিকা ২৩/০৭/২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে পরিগনিত হবে। উক্ত ভোটার তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকবে। এই ভোটার তালিকার লিপিবদ্ধ তথ্যের উপর যদি কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন বিষয়ে সমিতির কোন সদস্যের কোন দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা সাধারন কাগজে লিখিত ভাবে উপযুক্ত তথ্য প্রমানাদি সহিত ২৫/০৭/২০২৫ ও ২৬/০৭/২০২৫ তারিখে বেলা ১২ টা থেকে ৩ টার মধ্যে সমিতির অফিসে সহকারী নির্বাচন আধিকারিক মনোনিত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা করবেন। শুনানির দিন ২৯/০৭/২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে ১টার মধ্যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় আসল প্রমানাদি সহ উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।শুনানির শেষে শুধুমাত্র জীবিত সদস্যদের নিয়ে চূরান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৩০/০৭/২০২৫ তারিখে। অতপর আর কোন প্রকার আপত্তি গ্রহন করা হবেনা।
অনিবার্য কারনে সূচি পরিবর্তন হতে পারে।

সুদীপা সিংহ
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
নবযুগ এল এস কো-অপাঃ এগ্রিল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড এবং
সমবায় পরিদর্শক, হাসখালী ডেভেলপমেন্ট অফিস

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, **বীরু আলি**, পিতা- মরহুম ফকির মহম্মদ, সাং- হোসেনাবাদ, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী। গত ইং ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর.-চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৯৩৫/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী, থানা- পোলবার সামিল; জে.এল. নং ২৬, হোসেনাবাদ মৌজায় অবস্থিত হাল ৮৭৬ ও ৫৪৫ নং খতিয়ানভুক্ত :-সাবেক ২৫৯ নং ও হাল ৫৩৪ নং দাগে শুনা জমি ২৪.৫০ শতক এবং সাবেক ২৫৯ নং ও হাল ৫৩৩ নং দাগে শুনা জমি ০৫ শতক,মোট ২৯.৫০ শতক সম্পত্তি, সাং- বড়পাড়া চক, বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী। নিবাসী **মহঃ নাজমুল হাসান**, পিতা-মহঃ আবু সপিয়ান, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (ADVOCATE),
District Judge's Court, Chinsurah,
Hooghly. Reg. No.- F/405/12

আমার মক্কেল ১। রবীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, পিতা শীতল চন্দ্র মুখার্জ্জী, ২। সমর পল্যে, পিতা গোপাল পল্যে, ৩। নিরাপদ পাত্র, পিতা প্রফুল্ল কুমার পাত্র মহাশয় গত ইং ১১.০৬.১৯৯৪ তারিখে ১। সন্তোষ মান্না, ২। প্রান্তোষ মান্না, ৩। সনাতন মান্না, সকলের পিতা কানাই লাল মান্না মহাশয় গণদের নিকট হইতে কোনা মৌজায় ২৪৩ নং খতিয়ানে সাবেক ২৫৭ নং হাল ২৫৯ নং দাগে ১৬ শতক জমি ও ঐ খতিয়ানে ৩০১ নং হাল ৩০৬ নং দাগের অংশে ২০ শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হাওড়া অফিসে বুক নং ৪, ভল্যুম নং ২, পাতা নং ২৪৯ হইতে ২৫২, বিয়িং নং ১০৯ নং পাওয়ার অফ্ এ্যাটর্নী দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল অশোক পাত্র, পিতা সহদেব পাত্র মহাশয় গত ইং ০৫.০৩.২০২৪ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০২৪, পাতা নং ৬১৪৮৯ হইতে ৬১৫০৪২, বিয়িং নং ০৫০২০২৩৪৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ১। শুভেন্দু হাতি, পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ হাতি, ২। সুনিতা হাতি, স্বামী শুভেন্দু হাতি মহাশয়/ মহাশয়া গণদের নিকট হইতে কোনা মৌজায় জে.এল. নং-১০৭, সাবেক ৬৪৫ নং হাল ১১৪২২০১১৪২৩ নং খতিয়ানে সাবেক ১৫৮০ নং হাল ১৬২৪ নং দাগে ১ কাঠা ৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি কারোর কোনও উক্ত বিষয়ে আপত্তি থাকিলে তিনি বালী-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল সুবীর ঘোষ, পিতা সুখেন্দু ঘোষ, সাং- পাকুরিয়া মহাশয় গত ইং ১৩.০৬.২০১৯ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বুক নং ৪, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৯, পাতা নং ৮৮৬৯ হইতে ৮৮৮৫, বিয়িং নং ০৫০২০০৩৯৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা দেবীরপাড়া মৌজায় হাল ৬৩৯, ৮৪৪, ৪৬৫ ও ২১১ নং খতিয়ানে সাবেক/ হাল ১৬২৪ নং দাগের অংশে ১ কাঠা ১৩ ছটাক ১০ বর্গফুট ও সাবেক/ হাল ১৬২৫ নং দাগের অংশে ২ কাঠা ৪ ছটাক ১৬ বর্গফুট জমি সহ আরোও অন্যান্য জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রী বন্দি প্রসাদ জয়শোয়াল, পিতা মিঠুলাল জয়শোয়াল মহাশয়ের নিকট হইতে, উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী সমীর হেমব্রম** পিতা শ্রী গোপাল হেমব্রম, তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্পদায় ভুক্ত, সাকিম সর্দ্দারপুর, বালিগোড়ী, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০ মহাশয় তাহার তফশিলি উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা তারকেশ্বর এর সামীল, ৪৫ নং জে. এল. ভুক্ত, সর্দ্দারপুর মৌজায়, হাল এল.আর. ১৭৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৩৬৯ তথা এল.আর. ৩৯৮ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ০৬ শতক সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত (ফোন নং-৯০১০০৭৫৮৯০) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand, right, title or Interest in respect of the mentioned property or any part thereof share, partition, sale mortgage, charge, lease, lien, lidense, tenancy, gift, charge, trust, easement, attachment, possession or encumbrance or otherwise howsoever or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within seven clays from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and Shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULE

ALL THAT piece and parcel lying and situated at Dist. Hooghly, P.S - Dadpur, **Mouza Ganeshpur**, J.L No. 88, R.S. Dag No.112, L.R. Dag No. 118, L.R. Khatian No. 862, Nature of land Shali, Area of and **10 Satak** and Mouza Anti, J.L No. 89, R.S. Dag No.69 & 117, L.R. Dag No. 86 & 126, L.R. Khatian No. 408, 852 & 851, Nature of land Shali, Total Area of land **37 Satak** and **Mouza - Anti,** J.L No. 89, L.R. Dag No. 35, L.R. Khatian No. 971, Nature of land Shali, Total Area of land 15 Satak and **Mouza - Amriya**, J.L No. 86, R.S. Dag No.754, L.R. Dag No. 213, L.R. Khatian No. 462 & 461, Nature of land Shali, Total Area of land 14 Satak and Mouza - Talchinan Sanihati, J.L No. 66, R.S. & L.R. Dag No.2573, L.R. Khatian No. 2571, 2572 & 2573, Nature of land Shali, Area of and 41 Satak.
Intending purchasers are requested to contacted vide **Mobile No. 6291733583.**

Golok Chandra Ghosh
Advocate
Chinsurah Judges' Court, Hooghly

নোটিশ

জেলা - হুগলী, থানা - ভদ্রেশ্বর, মৌজা - নবগ্রাম, জে. এল. নং - ৩, এল. আর. - ১১৮৫ ও ১১৮৪ নং খতিয়ানে এল. আর. - ৯৭৩ নং দাগে মোট ১৮ শতক সম্পত্তি সিজা, খামারগাছী নিবাসী **শুভেনজিত পাল** ও **স্বর্নজিত পাল** উভয়ের পিতা - ৺শিব শঙ্কর পাল ক্রয় করতে চলেছেন। উক্ত সম্পত্তির মালিকানা বা অন্য কিছু বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় ক্রয়ের পরবর্তীকালে আমার মক্কেলদের এই জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে দায় থাকবে না।

Shamik Narayan Chattopadhyay
Advocate
Hooghly Judges' Court
(F/3893/3281/2021)

PUBLIC NOTICE

BEFORE THE ARBITRAL TRIBUNAL CONSISTING OF AMRITAM MONDAL LEARNED SOLE ARBITRATOR

In the matter of:
Sital Kumar Poddar, sole proprietor of M/s. S. K. Engineering.
...Petitioner
-Versus-
Seikh Jafarulla & Anr.
...Respondents

Notice to Respondents

To,
1. Seikh Jafarulla, Sole Proprietor of M/s. J. H. Enterprises, Banharishpur, Manstatalla, Police Station- Panchla, Ranihati, Howrah- 711 322.
2. Seikh Jattatul, Sole Proprietor of M/s. J. J. Organics, Bazarpara, Uluberia, Police Station- Uluberia, Howrah- 711 316.

WHEREAS an Arbitration Proceeding has been initiated against you before the Ld. Arbitrator, you are hereby summoned to appear in person or through a duly instructed pleader capable of answering all material questions related to the matter. The same is in consonance of the order passed by the Ld. Arbitrator.
You are required to appear on the 30th July, 2025, at 4:30 PM before the Ld. Arbitrator.
TAKE NOTICE that failure to appear on the date and time mentioned above may result in the matter being heard and determined in your absence.
Issued under the authority of the Ld. Arbitrator.
Dated : 24.07.2025
Kolkata.

Ranjana Seal
Advocate
High Court at Calcutta

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং-১৬৬/২০২১

বাদীঃ—১) শ্রীমতী মিনতি দে, স্বামী- স্বর্গীয় পশুপতি দে, ২) প্রসেনজিৎ দে, পিতা- স্বর্গীয় পশুপতি দে, ৩) কালিপদ দে, পিতা- স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র দে, সর্ব সাং- তেঘড়ীপাড়া, কালিতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

- নাম-

বিবাদীঃ—১) মিহির কুমার সিংহ, পিতা- অকুল চন্দ্র সিংহ, ২) মাধবেন্দ্র সিংহ, পিতা- মিহির কুমার সিংহ উভয়ের সাং- কোলেরডাঙ্গা রোড, পোঃ ও থানা নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। ৩) শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস পিতা- স্বর্গীয় অনিল কুমার বিশ্বাস ওরফে অনিল কৃষ্ণ, সাং- মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

মোকাবিলা বিবাদীঃ- ৪) শ্রী বলরাম দে, পিতা- স্বর্গীয় কানাই চন্দ্র দে, ৫) শ্রীমতি মিঠু দে, স্বামী- স্বর্গীয় কানাই চন্দ্র দে, ৬) শ্রীমতি প্রতিমা দে, স্বামী- স্বর্গীয় কামাক্ষ্যা দে, সর্ব সাং- তেঘড়ীপাড়া, কালিতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। ৭) বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও নবদ্বীপ, পোঃ মহেশগঞ্জ, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত বাদীগণ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া বিবাদীগণের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাবদ মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। মোকর্দ্দমা এবং তপশীল সম্পত্তির বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের এক মাসের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল

জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পৌরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের কালিতলা রোডস্থ ৮৬ নং হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তিতে অবস্থিত তিনটি ঘর যাহার একটি ঢালায় ছাদ, দ্বিতীয়টি টিনের ছাদযুক্ত ঘর ও অপরটি ছাদ বিহীন ঘর তৎসহ কুয়ো, পায়খানা বাথরুম ও গাছ গাছালি যাহার মৌজা- ২৯ নং তেঘড়ী, খতিয়ান নং- ১০৮, ৯৫৭৮, দাগ নং- ২০৭, পরিমাণ- ৪ শতক।

আদালতের আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার
পার্থ অধিকারী
সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন)
আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

মেট্রো কোচে স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে বিকৃতি

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রোর রেকের দরজায় স্প্রে পেইন্টে দাগ দেওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি ব্লু লাইনে চলাচলকারী এমআর-৪০৯ নম্বর রেকের কোচ নম্বর ৪০৩৬-এর পঞ্চম নম্বর দরজায় এক যাত্রী কালো স্প্রে পেইন্টে আঁকিবুঁকি করে তা বিকৃত করেছেন। ঘটনায় ওই কোচের সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ।

সিসিটিভি ফুটেজ ঘেঁটে দেখা গিয়েছে, এক পুরুষ যাত্রীই এই কাজ করেছেন। তাঁকে চিহ্নিত করে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে মেট্রো রেল।

মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কলকাতার মেট্রো শুধু শহরের গর্ব নয়, প্রতিদিনের যাতায়াতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এমন আচরণ শুধু পরিবেশ নষ্ট করে না, মেট্রোপ্রেমী হাজার হাজার যাত্রীর আবেগেও আঘাত করে।

মেট্রো স্টেশন ও রেকে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে এমন ঘটনা সহজেই ধরা পড়ছে এবং দোষীদের শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় আনা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

যাত্রীদের প্রতি আবেদন, কেউ এই ধরনের কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করুন এবং কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করুন।

একসঙ্গে চলবে 'দুয়ারে সরকার', 'আমাদের পাড়া' ও 'আমাদের সমাধান' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের দুই গুরুত্বপূর্ণ জনমুখী প্রকল্প; 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' এবং 'দুয়ারে সরকার' এবার একসঙ্গে চলবে রাজ্য জুড়ে। বুধবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সব জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে এই দুই কর্মসূচির রূপায়ণ সংক্রান্ত বিষয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন। বৈঠকে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাশাসকরাই উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মুখ্যসচিব স্পষ্ট জানান, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের মতো বুথভিত্তিক সভার পাশেই এবার বসানো হবে 'দুয়ারে সরকার'-এর শিবির। সাধারণত এই কর্মসূচিতে রাজ্য জুড়ে ১ লক্ষেরও বেশি শিবির বসানো হত। এবার শিবির কমিয়ে বুথসংলগ্ন এলাকাগুলিকে কেন্দ্র করেই দুটি কর্মসূচি পাশাপাশি চালানো হবে। যেখানে তিনটি বুথ নিয়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর সভা বসবে, সেখানেই থাকছে 'দুয়ারে সরকার'-এর পরিষেবা শিবির।

এই নতুন রূপরেখা অনুযায়ী, প্রতি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' সভায় থাকবেন জেলাস্তরের আধিকারিক, বিডিও, স্থানীয় প্রশাসন এবং এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। তিনটি বুথ এলাকার বাসিন্দাদের ডেকে এনে স্থানীয় সমস্যার সরাসরি শুনানি ও তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা হবে। আলো, জল, রাস্তাঘাট, পরিকাঠামো, সরকারি পরিষেবা বঞ্চনা;সবকিছু নিয়েই আলোচনা হবে ওই সভায়। পাশাপাশি যদি কোনও পরিবার সরকারি পরিষেবার আওতায় না এসে থাকে, তাদেরও তালিকা তৈরি করে দ্রুত পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মুখ্যসচিব বলেন, এই কর্মসূচিগুলির লক্ষ্য একটাই; জনগণের দরজায় পৌঁছে তাঁদের সমস্যা শোনা এবং দ্রুত সমাধান করা। আগামী দু'মাস এই সমন্বিত কর্মসূচি চলবে রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লকে। প্রশাসনের আশা, এর ফলে সরকারি পরিষেবার গতি যেমন বাড়বে, তেমনই সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাও হবে আরও ইতিবাচক।

হাওড়ার ঢালাই কারখানায় ভয়াবহ আগুন, আতঙ্কে শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার চামরাইল এলাকায় একটি ঢালাই কারখানায় বুধবার দুপুরে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনের ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশের গোটা এলাকা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দীর্ঘ চেষ্টার পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত চামরাইলের ওই শিল্পাঞ্চলে একাধিক কারখানা রয়েছে। দুপুরে কাজ চলাকালীন একটি ঢালাই কারখানার শ্রমিকদের থাকার ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে কারখানার বিভিন্ন অংশে। আতঙ্কে ছুটতে শুরু করেন শ্রমিক ও কর্মীরা। দ্রুত পরিস্থিতি বুঝে শ্রমিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে শটসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দমকলের প্রাথমিক তৎপরতায় বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ঘটনার জেরে কারখানার একটি বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ ও দমকল যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নতুন করে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত

■ পশ্চিম-মধ্য উত্তর-পশ্চিম সংলগ্ন এলাকায় চিনের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় উইফা-র অবশিষ্ট অংশ জুড়ে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত শক্তিশালী হবে বলে জানাল আলিপুর আবহওয়া দপ্তর। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে বৃহস্পতিবার উত্তর বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির প্রবল সম্ভাবনা। এর প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর ও মধ্য বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার গতিবেগে প্রতি ঘণ্টায় ঝোড়ো হাওয়া বইবে। মৎস্যজীবীদের বৃহস্পতিবার থেকে বাংলা এবং ওড়িশা উপকূলে উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ২৭ জুলাই রবিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বৃহস্পতিবার মূলত মেঘলা আকাশ। নিম্নচাপের বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হবে। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। পাশাপাশি শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। উইকেন্ডেও উত্তরবঙ্গে হবে ভারী বৃষ্টি। শনিবার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। রবিবার দার্জিলিংয় ও কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

জামিনের মেয়াদ বাড়ল

■ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি মামলায় জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। বাঁকুড়া থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে তদন্তে নামে সিআইডি। একই অভিযোগ ছিল শিক্ষা দপ্তরের কর্তা তথা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত শান্তি প্রসাদ সিনহার বিরুদ্ধে। এই মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন শান্তি প্রসাদ।

এদিকে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর অনুমোদন মেলেনি। কিন্তু বিচারের নামে বছরের পর বছর কাউকে আটকে রাখা যায় না। তাই সাংবিধানিক অধিকারবলে বুধবার কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করলেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তবে যেহেতু তিনি এখনও সিবিআইয়ের মামলায় জেল হেপাজতে রয়েছেন, তাই এই মুহূর্তে তাঁর জেলমুক্তি হচ্ছে না। অন্যদিকে, নিয়োগ দুর্নীতিরই অন্য একটি মামলায় কালীঘাটের কাকু অর্থাৎ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের জামিনের মেয়াদ এদিন বাড়িয়েছে হাইকোর্ট। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজস্ব থানা এলাকার যে কোনও জায়গায় যাওয়ার অনুমতি পেতে এদিন আদালতে আবেদন জানান 'কালীঘাটের কাকু'। তাঁর সেই আবেদনের বিরোধিতা করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

প্রতারণায় গ্রেপ্তার ৭

■ অনলাইনে প্রতারণার অভিযোগে গার্ডেনরিচ থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক ব্যাংকের এটিএম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই কার্ডগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে জালিয়াতির টাকাপয়সা তোলার ছক কষা হয়েছিল। ধৃতদের নাম শাহিনুর রহমান ফকির, রাহুল শেখ, আসফাক শেখ এবং আশিক মিস্ত্রি। প্রত্যেকেই সন্তোষপুর এলাকার বাসিন্দা এবং বয়স ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। অভিযোগ, মঙ্গলবার দুপুর ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ তারা একটি গাড়িতে করে যাচ্ছিল। সেই সময় তারাতলা রোডে ক্লিন সিটির কাছে গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি চালায় গার্ডেনরিচ থানার পুলিশ। একটি ধূসর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় একাধিক ব্যাংকের এটিএম কার্ড। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়, ওই কার্ডগুলি তিনজন যুবকের কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। সেই সূত্র ধরে হাওড়ার শিবপুর থেকে শহিদ কাদরি, আলিমুদ্দিন শেখ ও ফিরোজ শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁরা ওড়িশার ভদ্রকের বাসিন্দা হলেও হাওড়ায় থাকতেন।

সম্পর্কের অশান্তি থেকে কন্যাসন্তানকে বিক্রি করলেন মা, বিস্মিত আদালত

ফের শিশুকে ফিরে পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদে দুধের শিশু বিক্রি করায় বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিনহা পর্যবেক্ষণ, 'মা যদি দুধের শিশুকে বিক্রি করে দেয়, তাহলে ওই শিশু সরকারি হোমেই বেশি নিরাপদ।' একইসঙ্গে এদিন তিনি এ প্রশ্নও তোলেন, 'এ কেমন মা! মামলাকারী মা, আদৌ শিশুর মা কিনা খতিয়ে দেখা উচিত। একইসঙ্গে শিশুকে বিক্রি করেছিল কিনা, তাও জানা দরকার।' প্রসঙ্গত, কন্যাসন্তানকে ফিরে পেতে হাইকোর্টে আবেদন করেন মুর্শিদাবাদ ইসলামপুরের দম্পতি। বর্তমানে কন্যাসন্তান মুর্শিদাবাদ শিশু কল্যাণ সমিতির হোমে আছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবকত্বে প্রামাণ্য নথি যাচাই করে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় শিশুকে ফেরানোর নির্দেশও দেন বিচারপতি।

এদিকে হাইকোর্টে রাজ্য এবং শিশু কল্যাণ সমিতির আইনজীবী জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দুগ্ধপোষ্য কন্যাসন্তানকে বিক্রি করে দেয় মা 'আসলাম' নামে একজনের কাছে। বাবা সন্তান ফিরে পেতে বিভিন্ন আবেদন করেন। তার ভিত্তিতে কন্যাসন্তান উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ হোমে রাখা হয়েছে। বাবা-মা'র'র অভিভাবকত্বের প্রমাণ স্বরূপ নথি ও অন্যান্য সব তথ্যও চাওয়া হয়েছে।

এদিকে সূত্রে খবর, শিশু কন্যার বাবা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক, মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর থানার বাসিন্দা। তিনি কেরালায় যান কাজে। তাঁর বিয়ে হয় দৌলতাবাদে। দম্পতির ৩ সন্তান বর্তমান। স্ত্রী যখন চতুর্থ সন্তানসম্ভবা, যুবক চলে যান কেরালা। তখন স্ত্রীকে রেখে যান বাপের বাড়ি দৌলতাবাদে। ২০২২ সালে ১৪ এপ্রিল কন্যাসন্তানের জন্ম হয়।

এরপর ওই সন্তান মা বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ। এরপর কেরালা থেকে ফিরে যুবক থানা, আদালতে অভিযোগ জানান কন্যাকে ফিরে পেতে। ২০ মাসের সন্তানের হদিস মেলে মুর্শিদাবাদ শিশু ওয়েলফেয়ার কমিটি কাছে। শিশু দম্পতির কাছে ফেরানোর জন্য অভিভাবকত্বের প্রমাণ চায় কমিটি। এই কাগজপত্রের মধ্যে রয়েছে প্রেগনান্সি সংক্রান্ত রিপোর্ট, হাসপাতালে ভর্তি ও ছাড়া পাওয়ার কাগজের মতো আরও অনেক কিছু। এরপরই হাইকোর্টে সন্তানকে ফিরে পেতে মামলা করেন দম্পতি।

এদিকে ওই পরিযায়ী শ্রমিক জানান, কন্যা সন্তান হওয়ার সময় মনোমালিন্য হয়েছিল। সম্পর্কের টানাপোড়েনে স্ত্রী সম্ভবত বিক্রি করে দেন সন্তানকে। এখন আমাদের সম্পর্ক আগের মতোই ভালো। স্ত্রীর সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকি। যে কোনও মূল্যে নিজের সন্তান ফিরে পেতে চাই। ওকে মানুষের মতো মানুষ করতে চাই।

নির্বাচন কমিশনকে মমতা ব্যানার্জি ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখেছিলেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্বাধীন নির্বাচন দপ্তর গঠন করতে নবান্নকে গত ১৭ জুলাই চিঠি পাঠিয়েছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কমিশনের নির্দেশ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে স্বতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে সাধুবাদ জানিয়ে বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এটি একটি স্বতন্ত্র সাংবিধানিক সংস্থা কিন্তু মমতা ব্যানার্জি আইপ্যাককে কাজে লাগিয়ে নির্বাচন কমিশনের পুরো সিস্টেমকে কবজা করে নিয়েছিলেন। আর এই সুযোগে আইপ্যাক কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে মমতা ব্যানার্জি ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখেছিলেন। তাই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশে ওনার খুব কষ্ট হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জির কষ্টের কারণ ব্যাখ্যা করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, আসলে রোহিঙ্গা, বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারী এবং পাকিস্তানিরা আর বাংলায় থাকতে পারবে না। তাঁর অভিযোগ, এক-একজন সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম চার-পাঁচ জায়গায় আছে। তাঁর দাবি, বিহারে ৫২ লক্ষের বেশি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে। বাংলায় বাদের সংখ্যাটা এক কোটির ওপরে যাবে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের আরও দাবি, সাংবিধানিক পদে বসে মমতা

ব্যানার্জি বাংলাদেশের রোহিঙ্গা এবং পাকিস্তানি লোকদের সমর্থন করছেন। কিন্তু এবার পশ্চিমবঙ্গের সনাতনীরা বুঝে গেছেন, মমতা ব্যানার্জি কাদের জন্য লড়াই করছেন। মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের জন্য লড়ছেন। তিনি বলেন, দেশের সিএএ আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান যারা বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান থেকে আসবে, তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। অসম সরকারের প্রসঙ্গ তুলে ধরে এদিন প্রাক্তন সাংসদ বলেন, অসম সরকার অনেকদিন আগেই সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজবংশী, কোচ ও মতুয়া সম্প্রদায়ের নাগরিকত্বের মান্যতা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও, মমতা ব্যানার্জি রাজনৈতিক স্বার্থে মিথ্যা প্রচার করে চলেছেন। আসলে মমতা ব্যানার্জি মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে উনি বড় বড় কথা বলছেন। আর বাংলায় ২৬ হাজার শিক্ষকদের চাকরি চলে গেল। বাঙালি হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার। ধর্ষিতা হচ্ছেন বাঙালি হিন্দু পরিবারের মেয়েরা। সন্দেশখালিতে শেখ শাহাজানের কুকীর্তি সবাই জানে। তাঁর অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জি এখন ভাষাভাষী বিভেদের চেষ্টা করছেন। কিন্তু ওড়িয়া, মাদ্রাসি, বিহারী, বাঙালি সবাই একজোট আছেন। তাই মমতা ব্যানার্জির ভেদাভেদের রাজনীতি আর ধোপে টিকবে না। প্রসঙ্গত, মমতা ব্যানার্জি পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্পকে কটাক্ষ করে অর্জুন সিং বলেন, দুয়ারে সরকার প্রকল্প পুরো ব্যর্থ। এবার পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্প উনি চালু করবেন। বাংলার মানুষ এবার মিথ্যাশ্রী পুরস্কার দিয়ে ওনাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে।

নিউটাউনে গৃহবধূ হত্যার পিছনে রয়েছে মৃতার একাধিক সম্পর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনের গেস্ট হাউসে দক্ষিণ দিনাজপুরের বধূ খুনের পিছনে রয়েছে একাধিক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক। সঙ্গে এও জানা গেছে, স্বামী বিশ্বজিৎ মণ্ডল দিল্লিতে কর্মরত থাকাকালীন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিলেন মৃতা। তাতেই অশান্তির সূত্রপাত। এরপর স্ত্রীর একাধিক সম্পর্কের কথা জানতে পারেন অভিযুক্ত। কিন্তু বহুবার স্ত্রীকে বুঝিয়েও ঘরমুখি করতে পারেননি বলেই খবর। পুলিশের দাবি, ধৃত জেরায় স্ত্রীর পরকীয়ার কথা স্বাকীর করেছে।

পুলিশ সূত্রে এ খবরও মিলেছে যে, পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত বিশ্বজিৎ মণ্ডল জানিয়েছে, অন্য পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী ইতিকার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। এরপরে তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে একাধিকবার ঝামেলা হয়। এরপর সোমবার দুপুরের নিউটাউনে গেস্ট হাউসে ওঠার পর এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা উঠলে স্ত্রী জানান, তাঁর প্রচুর টাকার প্রয়োজন। মাসে মাসে তাঁকে ১০ হাজার করে টাকা দিতে হবে। নাহলে তাঁর যা ইচ্ছে তাই করবেন তিনি। এরপরই কথা কাটাকাটি শুরু হয়। তার মাঝেই স্ত্রীর গলায় বেল্ট গলায় পেঁচিয়ে ধরে বিশ্বজিৎ হুমকি দেওয়ার সময় আচমকাই বেল্টের ফাঁস লেগে যায়। শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয় ইতিকার। এরপরই ১০০ নম্বরে ডায়ালে ফোন করে জানান বিশ্বজিৎ। এরপর তিনি নিজের মোবাইলে ভিডিও করেন এবং সেখানে জানান কেন স্ত্রী ইতিকাকে খুন করেছেন তিনি। ঘটনার খবর পেয়ে নিউটাউন থানার পুলিশ খবর পেয়ে নিউটাউন গৌরাঙ্গ নগর সাহা মার্কেটের গেস্ট হাউসে পৌঁছয়। গেস্ট হাউসের তিনতলার ঘর থেকে গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়াকে মারধর শিক্ষিকার, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়াকে ছাতা দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল স্কুলেরই দুই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। ওই পড়ুয়ার শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও অভিযোগ। এই ঘটনায় পরিবারের তরফে মানিকতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। একইসঙ্গে পুলিশের দিকেও আঙুল তুলেছে ওই ছাত্রীর পরিবার। পরিবারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, পুলিশ এই ঘটনায় ঠিকভাবে তদন্ত করছে না। সূত্রে খবর, মানিকতলা বাণীপিঠ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে ওই নাবালিকা। স্কুলে পড়া না পারায় এক শিক্ষিকা তাকে বকাবকি করেন। একইসঙ্গে ছাতা দিয়ে ছাত্রীর হাঁটুতে বেশ কয়েকবার মারেন। এই মারধরে কানেও আঘাত লাগে ওই ছাত্রীর। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা। পরিবারের অভিযোগ, সেই দিন স্কুল থেকে ফেরার পর জ্বরে ভুগতে শুরু করে। ঘটনার সম্পর্কে প্রথমে কিছু বলতে না চাইলেও পরে বাবা-মা'র জোরাজুরিতে পুরো বিষয়টি জানায় নাবালিকা। এই ঘটনার পর থেকেই সে খুব ভয়ে ভয়ে আছে বলেও জানিয়েছে পরিবার। এমনকী তারপর থেকে স্কুলে যেতেও চাইছিল না সে। জানা যায়, শিক্ষিকারা তাকে মৌখিকভাবে ৭ দিনের জন্য স্কুল থেকে বরখাস্ত করেছে। এরপর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হলেও অভিযুক্ত শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে ওই ছাত্রীর পরিবার জানায়।

আমি বাঙালি...
এই স্লোগানে বামফ্রন্টের ডাকা বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ মিছিলে সামিল এই খুদে।

ছবি: অদিতি সাহা

শরৎ বোস রোডে যুবকের খুনের ঘটনার কিনারা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার শরৎ বোস রোডের ফুটপাতের উপর থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক যুবকের মৃতদেহ। পাথর দিয়ে আঘাত করে ওই যুবককে 'খুন' করা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করেছিল টালিগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবারের ওই ঘটনার তদন্তে নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কিনারা করলেন তদন্তকারীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থেকে গ্রেপ্তার করা হল অভিযুক্তকে। ধৃতের নাম রাজু নস্কর। ধৃত রাজু নস্কর খুনের কথা স্বীকার করেছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গতস, মঙ্গলবার সকালে টালিগঞ্জ থানার শরৎ বোস রোডের সুদেশ ভবনের কাছের ফুটপাতে এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। টালিগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে জানতে পারে মৃত ওই যুবকের নাম সোমনাথ চক্রবর্তী। তিনি মহেশতলা এলাকার বাসিন্দা। দক্ষিণ কলকাতা এলাকায় তিনি ভিক্ষা ও অন্যান্য কাজ করতেন বলে খবর। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ অনুমান করে, ওই যুবককে 'খুন' করা হয়েছে। কারণ, পুলিশের নজরে আসে যুবকের কানে আঘাত ছিল। রক্ত পড়তেও দেখা গিয়েছিল। ডান হাত ভাঙা ছিল। পাথর মেরে ওই যুবককে খুন করা হয়েছে কি না সেই প্রশ্নও ওঠে।

এরপর টালিগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পাশাপাশি ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। সেই সূত্র ধরে রাজু নস্করের খোঁজ পাওয়া যায় বলে খবর। জানা যায়, রাজু নস্করের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে। এরপরই তদন্তকারীরা জয়নগরে হানা দিয়ে বাড়ি থেকে রাজুকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত রাজুও কলকাতার রাস্তায় ভিক্ষা করত। সোমনাথের সঙ্গে রাজুর বেশ কিছুদিন ধরে ঝামেলা হয়েছিল। সেই আক্রোশ থেকেই সোমনাথকে রাজু 'খুন' করে বলে খবর। ধৃতকে আরও জেরা করে তথ্য পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

ওড়িশা নিয়ে উদ্বেগজনক পরিবেশ তৈরি করবেন না, মন্তব্য ওড়িশার এজি পীতাম্বর আচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওড়িশায় বাংলাভাষীদের হেনস্তার যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা নিয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি না-করার আবেদন জানালেন ওড়িশা সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল পীতাম্বর আচার্য। কলকাতা হাইকোর্টে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওড়িশায় আটকে রাখার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'বাঙালিরা আমাদের ভাই-বোন-বন্ধু। আমাদের প্রতিবেশী। দয়া করে উদ্বেগজনক পরিবেশ তৈরি করবেন না।'

প্রসঙ্গত, পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। এদিনের শুনানিতে ওড়িশা সরকারের তরফ থেকে আদালতে জানানো হয়, বাঙালি হলেই এদেশের নয় বলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এরকম যে অভিযোগ উঠছে, সেটা একেবারেই ঠিক নয়। এর পাশাপাশি ওড়িশা সরকারের তরফ থেকে জানানো হয় কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ৩০ জুন সাইনুল ইসলাম-সহ বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে ওড়িশা পুলিশ। যদিও, ইতিমধ্যে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সাইনুল এখন তাঁর বাবার সঙ্গে রয়েছেন। আর এই প্রসঙ্গে ওড়িশা সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল পীতাম্বর আচার্য এদিন আদালতে বলেন, গ্রেপ্তার কাউকেই করা হয়নি। আইন অনুযায়ী ওঁদের নথিপত্র যাচাই করা হয়েছিল। রাজ্যের তরফে এদিন সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার উদ্দেশে ওড়িশার এজি পি আচার্য বলেন, আমাদের প্রধান বিচারপতি বাংলা থেকে এসেছেন। এখানে বাঙালি-অবাঙালি বিষয় নয়। এদেশের নাগরিক কি না, সেটা যাচাই করা হচ্ছে।

বিচারপতি তখন এজি পি আচার্যর কাছে জানতে চান, গ্রেপ্তার না আটক, তা আদালতে জানাতে হবে। প্রত্যুত্তরে এজি বলেন, কোনও গ্রেপ্তার হয়নি। ফরেনার্স আইন অনুযায়ী, যাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। এটা আইন অনুযায়ী ভেরিফিকেশন। এরপরই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, হঠাৎ করে কেউ বিদেশি হয়ে গেল? ওড়িশা সরকার কীসের ভিত্তিতে এদের সন্দেহ করল? তার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে হবে তো! প্রচুর বাংলাভাষী শ্রমিক ওড়িশায় রয়েছেন। সঙ্গে এও জানান, ৪০০ জন বাঙালিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরই উত্তরে ওড়িশার এজি বলেন, বাঙালি-অবাঙালি বলে বিভ্রান্ত করবেন না। দেশের ব্যাপার। পুরীতে আসুন নিমন্ত্রণ রইল।

এরপরই বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে ওড়িশা সরকারকে এই বিষয়ে হলফনামা দিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দেন। আগামী ২৯ অগস্ট ফের শুনানি এই মামলার।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেলের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা জানতে চাই হঠাৎ করে কেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশি শনাক্ত করার কাজ শুরু হল? এর পিছনে কারণ কী? সব রাজ্যের জন্য কেন জুন মাস বেছে নেওয়া হল? তার পিছনে একটি কারণ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে কী কারণ রয়েছে? পূর্বপরিকল্পিত ভাবেই কি এটা করা হচ্ছে? অভিযোগ উঠছে, বাংলায় কথা বলার জন্য আটক করা হচ্ছে। অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেলকে বিচারপতিরা বলেন, আমরা অনুরোধ করব এই বিষয়টি নিয়ে তথ্য জানানো হোক। না-হলে ভুল বার্তা যেতে পারে। যেমন অভিযোগ উঠছে, বাংলায় কথা বলার জন্য আটক করে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে।

টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার সংঘাত মামলায় রাজ্যকে ভর্ৎসনা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার গোলমাল মামলায় ১৬ জুলাই তথ্য সচিবের বৈঠকের সিদ্ধান্ত হাইকোর্টে জানাতে পারল না রাজ্য। এর পাশাপাশি ফেডারেশনকে আলাদা করে ডেকে শুনানি করায় চরম ক্ষুব্ধ হতে দেখা গেল বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে। ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি জানতে চান, তথ্য সংস্কৃতি সচিবের এত দুঃসাহস হয় কী করে। এরপরই বিচারপতি ভর্ৎসনার সুরে জানান, হাইকোর্ট যা নির্দেশ দিয়েছেন, তার বাইরে গিয়ে কাজ করেছেন সচিব।

প্রসঙ্গত, কাজ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে মামলা করেছিলেন টালিগঞ্জের পরিচালকদের একাংশ। কারণ, সংঘাতের এক বাতাবণ তৈরি হয়েছে পরিচালক ও ফেডারেশনের মধ্যে। এরই প্রেক্ষিতে বুধবার পরিচালকদের দায়ের করা মামলার শুনানি হয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। এদিকে ৮ জুলাই রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আইনজীবী আদালতকে জানান, ৭ জুলাই বৈঠকের নোটিস জারি করা হয়েছে। সেই বৈঠক ১৬ জুলাই সচিবের নেতৃত্বে হবে। আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, বৈঠকে মামলায় যুক্ত সব পক্ষকে ডাকতে হবে এবং প্রত্যেককে তাঁর বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। পরিচালক ও ফেডারেশনের বিরোধে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনকে।

হাইকোর্টের এই নির্দেশ মেনে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, রবীন্দ্রসদনে রাজ্যর তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শান্তনু বসুর ডাকা বৈঠকে ১১ জন পরিচালক হাজির হলেও অনুপস্থিত ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। এক পক্ষ অনুপস্থিত থাকায় এই বৈঠকে সব শর্ত মানা হয়নি বলে আদালতে অভিযোগ ওঠে। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি সিনহা।

এই ঘটনায় রাজ্যের কৌঁসুলি অনিন্দ্য মিত্রের কাছে বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানতে চান, কে তাঁকে আলাদা করে বৈঠক করতে বলেছে? সেই কারণে ন্যাচারাল জাস্টিসের কথা বলা হচ্ছে। ৮ জুলাই নোটিসে রাজ্য বলে সবাইকে একসঙ্গে ডেকে বৈঠক হবে। সেখানে সচিব কী করে এক পক্ষকে আলাদা ডাকেন? আর এখানেই বিচারপতির ধারনা, কিছু আছে এর পিছনে। কিছু একটা চলছে। এর পরেই তথ্য ও সংস্কৃতি সচিবের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন বিচারপতি।

রাজ্যের কৌঁসুলিকে তিরস্কারের সুরে বিচারপতি সিনহা বলেন, সচিবের ভূমিকা কিন্তু অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা লুকিয়ে রাখতে একজন সিনিয়র আইনজীবীকে দাঁড় করিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা হয়েছে। আমি জানি কী চলছে। আমার মুখ খোলাবেন না। সচিব যা নোটিস দিয়েছেন, কোর্টকে যা বলেছেন, তার উল্টো কাজ করেছেন। এরপরই ৩০ জুলাই সব পক্ষকে নিয়ে ফের বৈঠকের নির্দেশ দেন বিচারপতি। এই বৈঠকের পর আগামী ৮ অগস্ট আদালতে তথ্য সংস্কৃতি সচিবকে রিপোর্ট জমা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

সম্পাদকীয়

সরকার দিচ্ছে, পাচ্ছে না স্কুল, কোন জাদুমন্ত্রে মাঝপথে উধাও ক্লাসরুম সংস্কারের টাকা?

স্বাধীনতার আগের স্কুল। পড়ুয়ার সংখ্যা এখনও চারশোর ওপর। আছে পর্যাপ্ত শিক্ষক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধুঁকছে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল। সব থেকেও নেই শুধু ক্লাসরুম। ঘরের অভাবে দিনের পর দিন ক্লাস হয় না একাধিক বিষয়ে। খুব প্রয়োজনে বিপজ্জনক বিল্ডিংয়েই চলে ক্লাশ। ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা। এভাবেই চলছে এ রাজ্যের সরকার পোষিত একটি হাইস্কুল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর-১ ব্লকের ভেটিয়াচণ্ডী হাইস্কুলের চেনা ছবি এটাই। সত্যি বলতে এ রাজ্যের অনেক স্কুলেই এই ছবি দেখা যায়। কিন্তু ভেটিয়াচণ্ডী স্কুলের ঘটনাটা একটু অন্যরকম। ক্লাসরুম না থাকায় কিছুদিন আগে স্কুল কর্তৃপক্ষ ক্লাসরুমের জন্য টাকা বরাদ্দের আবেদন জানান সরকারি দফতরে। তখনই সামনে আসে সেই ঘটনা। জানা যায়, ওই স্কুলকে নাকি অনেক আগেই ক্লাসরুম সংস্কারের জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। খরচের হিসেব না মেলায় সরকার আর নতুন করে বরাদ্দ করবে না। স্কুল বলছে, ২০ লক্ষ টাকা তো অনেক দূর, এক টাকাও ঢোকেনি স্কুলের অ্যাকাউন্টে। তাহলে কোথায় গেল ২০ লক্ষ টাকা? পুরোটাই ম্যাজিক! প্রধান শিক্ষক বলছেন, ক্লাসরুমের জন্য বারবার আবেদন জানিয়েছি। অন্তত ১০টি ক্লাসরুম প্রয়োজন। তার জন্য ৮০ লক্ষ টাকা চেয়ে আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু সাহায্য না মেলায় পরিত্যক্ত ভবনে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করতে হয়, কখনও বন্ধ রাখা হয়। প্রশাসনিক তথ্য বলছে, স্কুলকে ২০১৮-১৯ সালে ১৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৮৫ টাকা টাকা দেওয়া হয়েছিল ভবন সংস্কারের জন্য। সেই টাকা খরচের হিসেব দেয়নি স্কুল। কিন্তু স্কুল বলছে, স্কুলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। বিষয়টি প্রধান শিক্ষক প্রশাসনের নজরে আনার পরেই নড়েচড়ে বসেছে সংশ্লিষ্ট দফতর। ওই টাকা কী ভাবে ও কোথায় খরচ হয়েছে, তা দেখার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই টাকা স্কুলে পৌঁছয়নি তা স্পষ্ট। ফলে জেলা স্কুল পরিদর্শকও (মাধ্যমিক) প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট দেন যে, কোনও টাকা জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিস থেকে স্কুলকে দেওয়া হয়নি। তা হলে ওই বিপুল অঙ্কের টাকা গেল কোথায়? তা নিয়ে এখনও রহস্য।

শব্দবাণ-৩৩৮

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.সভাপতি, কোনো সমিতির প্রধানতম সভ্য ৪. শয্যা, বিছানা ৫. ইট ছুঁড়ে মারা ৭. দলিল ৯. আবৃত বা আচ্ছাদিত করা ১১. মেলা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. উজ্জ্বলতা, চকচকে ভাব ২. সূর্য,রবি ৩. খাঁদা ৬. ঘৃণাযোগ্য আচরণ ৮. করুণা ও মমতা ১০. আমি সে ও —।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৩৭

পাশাপাশি: ১. কুমতলব ৩. সতাই ৫. আদেশ ৭. জলদ ৮. টনক ১০. বারবটিয়া।

উপর-নীচ: ১. কুদেতা ২. লকআউট ৩. সহজ ৪. ইজেদদার ৬. শশক ৯. নদিয়া।

জন্মদিন

আজকের দিন

কেশুভাই প্যাটেল

১৯২৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কেশুভাই প্যাটেলের জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আজিম প্রেমজির জন্মদিন।
১৯৫০ বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের জন্মদিন।

আজ ২৪ জুলাই ● উত্তমকুমারের ৪৬ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বিশেষ

উত্তমকুমারকে নিয়ে প্রথম টিভি সিরিয়াল

সিদ্ধার্থ সিংহ

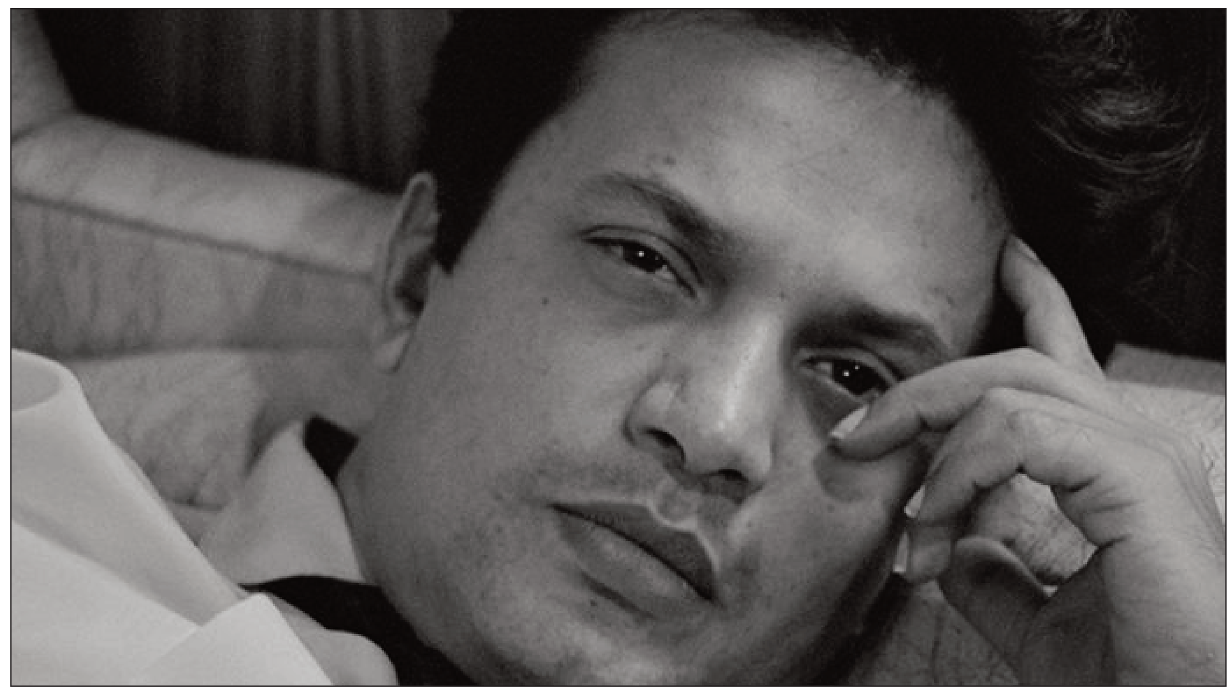

অনিরুদ্ধদা বললেন, কাল তোর কী কাজ আছে রে?

আমি বললাম, না না, তেমন কোনও কাজ নেই। কেন?

তিনি বললেন, তা হলে একটু দেবনারায়ণ গুপ্তের বাড়ি যাবি?

আমি বললাম, যাব। কথাটা বললাম ঠিকই, তবে তার পরেই ভাবতে লাগলাম, হঠাৎ দেবনারায়ণ গুপ্ত! সানন্দায় তখন যে সংখ্যার কাজ চলছিল, সেখানে 'পক্ষে-বিপক্ষে' বা 'বিতর্ক'তে যে বিষয় আগে থেকে ঠিক করে রাখা আছে, সেটার সঙ্গে তো দেবনারায়ণ গুপ্তের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে কি শেষ মুহূর্তে বিষয় চেঞ্জ হল, নাকি উনি কোনও পুরস্কার-টুরস্কার পেলেন! 'বাবু-বিবি-সংবাদ' হবে! হতে পারে! কিন্তু ওটা তো শঙ্করদা দেখেন।

শঙ্করদা মানে শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। তিনি তখন সানন্দা'য় কাজ করেন। আর অনিরুদ্ধ ধর একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘদিন একটি সরকারি সংস্থায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উচ্চপদে কাজ করেছেন। কিন্তু সিনেমার প্রতি আর সিনেমা সংক্রান্ত লেখালেখির প্রতি তাঁর এমন ঝোঁক যে, অত টাকা মাইনের নিশ্চিন্ত চাকরি ছেড়ে অনেক কম টাকায় তিনি আজকাল পত্রিকায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে তখন গলায় গলায় ভাব পুরুলিয়ার ছেলে সিদ্ধার্থ সরকারের। যিনি পরে ই টিভি-র পূর্বাঞ্চল শাখার সর্বময় কর্তা হন।

শুনেছি, আনন্দবাজার গোষ্ঠী, এখন অবশ্য 'গোষ্ঠী' বলা হয় না। বলা হয় 'সংস্থা', তারা 'সানন্দ' নামে একটি পত্রিকা বের করার পরিকল্পনা নেয়। সম্পাদক হিসেবে ভাবা হয় সন্তোষকুমার ঘোষের নাম। কিন্তু তাঁর প্রয়াণে সেই পত্রিকার পুরো খোলনলচেটাই পালটে যায়। এমনকী, নামটা পর্যন্ত। 'সানন্দ' থেকে হয়ে যায় 'সানন্দা'। এবং সেটি হয় শুধুমাত্র মেয়েদের কাগজ। সম্পাদক হন অপর্ণা সেন। তিনি আবার তাঁর পছন্দের কিছু লোককে সেই পত্রিকায় নিয়ে আসেন। সেই তালিকায় প্রথম নামটি ছিল আজকাল পত্রিকার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই রঞ্জনদা আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসেন আরও দু'জনকে। তার একজন অনিরুদ্ধ ধর। আর অন্য জন সিদ্ধার্থ সরকার।

বলতে গেলে সে সময় অনিরুদ্ধদাই কাগজটা দেখভাল করতেন। আরও অনেকের সঙ্গে ছিলেন সুদেষ্ণা রায়ও। যিনি পরে সংবাদ প্রতিদিন-এ জয়েন করেন। পরে সেটাও ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি অভিনয় আর চলচ্চিত্র পরিচালনায় নেমে পড়েন।

যে দফতরে এতগুলো লোকের ছায়াছবি অন্তর্গত প্রাণ, যাঁদের বস অপর্ণা সেনের মতো স্বনামধন্য একজন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কাম সফল চিত্রপরিচালক, তাঁরা নিজেরা কোনও ছবি বানাবেন না, এমনটা কি হয়? হয় না। তাই তাঁরা ঠিক করলেন, দূরদর্শনের জন্য একটি সিরিয়াল বানাবেন। না, তখন দূরদর্শন ছাড়া আর অন্য কোনও চ্যানেল ছিল না। কিন্তু কী নিয়ে সিরিয়াল বানাবেন তাঁরা? কীসের ওপরে?

তখন উত্তমকুমার মারা গেছেন মাত্র কয়েক বছর। সেই শোক মিছিলে আমিও ছিলাম। প্রত্যেক বাড়ির ছাদে ছাদে লোক। শববাহী গাড়ির পিছনে জনস্রোতের শেষ যে কোথায়, কেউ জানে না। যত দূর চোখ যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ। মনে আছে, মেট্রোরেলের কাজের জন্য তখন রাসবিহারী মোড়ে আট-দশ তলা বাড়ির সমান একটা লোহার স্ট্রাকচার দাঁড় করানো ছিল। যে কোনও সময় বিপদ ঘটতে পারে জেনেও তাতে উঠে পড়েছিল শ'য়ে শ'য়ে লোক। শুধুমাত্র উত্তমকুমারকে এক ঝলক দেখার জন্য। আনন্দবাজারের তৎকালীন চিফ-ফোটোগ্রাফার তারাপদ ব্যানার্জি সেই দৃশ্য ধরে রাখার জন্য যে ক'টা রিল খরচ করেছিলেন আমি জানি না। তবে হ্যাঁ, মোবাইলে কিন্তু কেউ একটাও ছবি তুলতে পারেননি। কারণ, তখনও বাজারে মোবাইলই আসেনি।

পর দিন শুনেছিলাম, মহানায়কের শেষ ছবি তোলার জন্য নাকি তারাপদদা শুধু ইলেকট্রিক চুল্লির ভিতরে ঢুকতে বাকি রেখেছিলেন। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথের পরে নাকি এত বড় শোকমিছিল উত্তমকুমারের দৌলতেই আবার চাক্ষুষ করল এই শহর।

তো, অনিরুদ্ধদা প্রথমে ঠিক করেছিলেন উত্তমকুমারকে নিয়ে তথ্যচিত্র বানাবেন। মোটামুটি আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল, সরকারি সাহায্য মিলবে। কিন্তু কিছু দিন পরে বোঝা গেল, ওটা শুধু আশ্বাসই। ফাঁকা আওয়াজ। আসলে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। অগত্যা সবাই যখন টাকার অভাবে হাত-পা গুটিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছেন, ঠিক তখনই প্রযোজনা করতে এগিয়ে এলেন গায়ক ইন্দ্রনীল সেনের দাদা ইন্দ্রজিৎ সেন। ঠিক হল, তথ্যচিত্র নয়। তাঁরা সিরিয়াল বানাবেন। কিন্তু উত্তমকুমার তো বেঁচে নেই, কী ভাবে বানাবেন! ঠিক হল, যে যে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, সেই সব অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান, লাইটম্যান, স্পটবয়, মেকাআপম্যান, ড্রেসার, আত্মীয়স্বজন, কাছের মানুষ থেকে দূরের মানুষ--- মোদ্দাকথা, তাঁর সঙ্গে যাঁর যাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁদের সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক ধারাবাহিক হবে এটি। মাঝে মাঝে ঢুকবে তাঁর অভিনীত নানান ছবির নির্বাচিত অংশ, স্থিরচিত্র, তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, ঘরবাড়ি মায় সব কিছু।

এই সিরিয়ালেই প্রথম অভিনয় করতে আসেন অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী। পরে যিনি ছবি পরিচালনায় হাত দেন এবং 'অন্তহীন', 'অনুরণন'-এর মতো ছবি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। ছিনিয়ে নেন দেশ-বিদেশের প্রচুর পুরস্কার। অভিনয় করেন নাটকের অশোক মুখোপাধ্যায়ও।

আমরা তখন সানন্দায় ফ্রিল্যান্স করি। আমি, শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে সানন্দার চিফ সাব-এডিটর হন এবং তারও পরে এইচ এম ভি-র জনসংযোগ আধিকারিক। কিছু দিন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবসায়িক সংস্থার দেখভাল করতেন। এই মুহূর্তে একটি জনপ্রিয় সিরিয়ালের উপদেষ্টা। ছিলেন মিকি। মানে বাল্মিকী। বাল্মিকী চট্টোপাধ্যায়। তিনি কিছুকাল আনন্দলোকের সিনিয়র সাব-এডিটর ছিলেন। বিয়ে করেছিলেন অভিনেত্রী মৌমিতাকে। ওঁর মেয়ে রিমঝিম তো এখন রীতিমতো নায়িকা। ছিলেন মণিশংকর দেবনাথ। যিনি পরে ই টিভি-তে জয়েন করেন। তারও পরে বাংলা স্টেটসম্যানে।

তখন পত্রিকা দফতরগুলো এ রকম কর্পোরেট হাউসের মতো ছিল না। ছিল একান্নবর্তী পরিবারের মতো। সিদ্ধার্থদার বিয়ে দেওয়ার জন্য সহকর্মীরাই উঠেপড়ে লেগেছিলেন। চাঁদা তুলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন খবরের কাগজে। অজস্র চিঠি এসেছিল। সুদেষ্ণাদি আমাকে বলেছিলেন, সিধু, তুই এই মেয়েগুলোকে দেখে, আগে পাঁচটা মেয়ে পছন্দ কর। তার পরে আমরা সেই পাঁচটা মেয়েকে দেখে একটা পাত্রী ঠিক করব।

আমি সল্টলেকের করুণাময়ীতে প্রথম যে পাত্রীটিকে দেখতে গিয়েছিলাম, তাঁর বাড়ি থেকে আমাকে প্রচুর খাইয়েছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমি এমনিতেই ভীষণ খেতে ভালবাসি। আর তখন খেতেও পারতাম।

সানন্দা থেকে পর পর কয়েক বছর বনভোজন হয়েছিল। পুরো ব্যবস্থাটাই করতেন রিনাদি, মানে অপর্ণা সেন। একবার ফিরে আসার সময় দেখি, দু'হাঁড়ি দই আর ষাট-সত্তর পিস ভাজা মাছ বেচে গেছে। সেটা একটা বড় পলিপ্যাকে ভরছি দেখে অনিরুদ্ধদা বললেন, ওগুলো কি নিয়ে যাবি নাকি? ধ্যাত, খেয়ে নে, খেয়ে নে।

ও দিকে বাস ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে। সবাই সবাইকে বাসে ওঠার জন্য ডাকাডাকি করছে। কিন্তু কেউই উঠছে না। সবাই এ দিকে ও দিকে জটলা পাকিয়ে গল্পে মশগুল। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলোকে চটকে, তার কাঁটাগুলো ফেলে দিয়ে তার মধ্যে দইয়ের হাঁড়ি দুটো উপুড় করে ঢেলে, ঝপাঝপ করে মেখে ঝটপট খেয়ে নিয়েছিলাম। কোথাও কোনও প্রেস কনফারেন্স থাকলে ওঁরা বলতেন, সিধু, তুই তো খেতে ভালবাসিস, তুই যা।

তা, সিদ্ধার্থদার পাত্রী দেখতে গিয়ে সল্টলেকের ওই বাড়ি থেকে এমন খাইয়েছিল যে, ফিরে এসে সুদেষ্ণাদি-অনিরুদ্ধদাদের বলেছিলাম, পাঁচটা নয়, একটাই দেখেছি। এবং এর সঙ্গেই সিদ্ধার্থদার বিয়ে দেওয়া উচিত। হয়তো ভেবেছিলাম, সিদ্ধার্থদার ওখানে বিয়ে হলে মাঝে মাঝেই যাওয়া যাবে এবং এ রকমই খাবার-দাবার পাওয়া যাবে। তা যাই হোক, সুদেষ্ণাদি-অনিরুদ্ধদা এবং ডিপার্টমেন্টের আরও কয়েক জন গিয়ে পাত্রীকে দেখে এলেন। তাঁদেরও পছন্দ হল এবং তড়িঘড়ি করে বিয়েও হয়ে গেল।

ঠিক সে সময়ই একদিন অনিরুদ্ধদা আমাকে দেবনারায়ণ গুপ্তের বাড়ি যাওয়ার কথা বলাতে আমার মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই সানন্দার কোনও লেখার ব্যাপারে তাঁর বাড়ি যেতে হবে। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, বড় ইন্টারভিউ নাকি?

অনিরুদ্ধদা বললেন, না রে, উত্তমকুমারকে নিয়ে যে ধারাবাহিকটা করছি, তাতে তো দেবনারায়ণ গুপ্তের একটা দৃশ্য আছে, আমরা পরশু শট নিতে চাই। উনি সে দিন সময় দিতে পারবেন কি না, আর দিলে মোটামুটি কী বলবেন, তার একটু জিস্ট নিয়ে আয়।

তখনই শুনেছিলাম, স্টার থিয়েটারে দেবনারায়ণবাবুর সঙ্গে উত্তমকুমারের নাটক করার কথা। দেবনারায়ণবাবু স্টার থিয়েটারের সিঁড়িতে বসে বলেছিলেন, উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা। তাঁর সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতার কথা। প্রতিটি জায়গা দেখিয়ে দেখিয়ে স্মৃতিচারণ করেছিলেন, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা চা খেতাম। এখানে বসে আড্ডা মারতাম। একদিন ও আমাকে এই বলেছিল, তাকে সেই বলেছিল। কত কথা! ক্যামেরা অন করা ছিল। প্রতিটি শট নেওয়া হচ্ছিল। না, পুড়ে যাওয়ার পরে নয়। ভেঙে নতুন করে তৈরি হওয়া এই স্টার থিয়েটারে নয়। পুরনো স্টার থিয়েটারে।

এই ফাঁকে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। তখন এত কিছু ভেবেচিন্তে করা হতো না। সাক্ষাৎকারের শ্যুটিং চলাকালীন সিদ্ধার্থদা বললেন, কয়েকটা স্টিল ছবি তুলে রাখতে পারলে ভাল হতো। সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধদা বললেন, সিধু, একটা কাজ কর তো... এই স্টার থিয়েটারের পাশের গলি দিয়ে ঢুকে দেখবি সামনেই ডান হাতে সাদা রঙের একটা বাড়ি। তার দোতলায় সোজা উঠে যাবি। গিয়ে দেখ তো অরুণ আছে কি না... থাকলে ক্যামেরা নিয়ে এক্ষুনি আসতে বল।

অরুণ মানে অরুণ চট্টোপাধ্যায়। এক সময় সর্বাধিক বিক্রিত সাপ্তাহিক 'পরিবর্তন'-এ কাজ করতেন। দারুণ ছবি আঁকতেন। পরে এই উত্তমকুমার ধারাবাহিকের ছবি তোলার সূত্র ধরেই সানন্দা দফতরে যাতায়াত এবং ঘনিষ্ঠতা। ফলে, এই বুড়ো বয়সেও তাঁর চাকরি হয় সানন্দায়। সেই গল্প অবশ্য আলাদা। তো, তিনি এসে ছবি তোলা শুরু করলেন এবং সে দিনই ঠিক হয়ে গেল, এ বার থেকে তিনিই এই ধারাবাহিকের স্টিলছবি তুলবেন।

এ ভাবেই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ভারতী দেবীর। তিনি তখন চলৎশক্তিহীন। তাঁর ঘরের খাটে বসেই তিনি বলেছিলেন অনেক কথা। এখনও মনে আছে গেঁথে আছে ক'টি শব্দ--- 'ওই নাটকে উত্তম আমার ছেলে হয়েছিল। নাটকে মা ডেকেছিল দেখে সারাটা জীবনই ও আমাকে মা ছাড়া আর অন্য কিছু ডাকেনি। মায়ের মতোই ভক্তি করত। শ্রদ্ধা করত।'

আমাদের ওই ধারাবাহিকের স্ক্রিপ্ট লিখছেন মূলত অনিরুদ্ধদা, সিদ্ধার্থদা আর কিছুটা শিবাশিস। আর স্ক্রিপ্ট লেখার নানা মালমশলা, মানে তথ্য জোগাড় করে আনতাম আমি, বেহালা চৌরাস্তার অরুণ গাঙ্গুলি এবং আরও কয়েক জন। শিবাশিসের একটা পকেট টেপ রেকর্ডার ছিল। সেটা নিয়ে একবার গেলাম সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। তিনি তখন খুবই অসুস্থ। তাতেও তিনি যা বলেছিলেন, সেটা মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। যখন উত্তমকুমারের হার্ট অ্যাটাক হয়, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পুরো ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। কার কোন কথার জোরে হঠাৎ করেই এমন বিপর্যয় ঘটেছিল, তিনি তা অকপটে বলেছিলেন। বলেছিলেন, উত্তমকুমার মরেননি। তাঁকে মারা হয়েছে। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। আমার কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। সেই কথাবার্তা বহু দিন পর্যন্ত টেপ-বন্দি ছিল। বহু লোককে আমি সেটা শুনিয়েও ছিলাম। যাঁরা শুনেছিলেন, প্রত্যেকেই চমকে উঠেছিলেন। কারণ, তিনি সেই মহিলা অভিনেত্রীর নামটাও নির্দ্বিধায় বলেছিলেন।

উত্তমকুমারকে নিয়ে ওই ধারাবাহিকটি বানাতে গিয়ে কত লোকের সঙ্গে যে আমরা মিট করেছিলাম! তখন সানন্দায় কাজ করতেন নিবেদিতা দে। থাকতেন উত্তমকুমারের বাড়ির খুব কাছেই। ওই বাড়ির সঙ্গে ওদের বেশ যাতায়াত ছিল। ও-ই আমাদের নিয়ে গেল উত্তমকুমারের ভবানীপুরের বাড়িতে। ঢুকতেই দেখি, বাড়ির সামনে শ্বেত পাথরের উপরে লেখা — সুহৃদ সংঘ। উত্তমকুমারকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আগেই জেনেছিলাম, তাঁদের পারিবারিক নাট্যদলের কথা। সেই নাটকের দলের নাম ছিল সুহৃদ সংঘ। এত দিন বাদেও যে সেটা থাকবে, ভাবতে পারিনি। উত্তম-পুত্র গৌতম আমাদের উপরে নিয়ে গেলেন। ঘরের ভিতরে সিলিং থেকে ঝুলছিল দোলনা। সোফা-টোফা ছেড়ে আমি আর অনিরুদ্ধদা সেখানে গিয়ে বসলাম। কথা হচ্ছিল। গৌতম বলছিলেন, বাবার কাছে আমার কখনও কিছু বায়না করতে হয়নি। যেটা চাইব বলে ভাবতাম, তার আগেই বাবা সেটা নিয়ে আসতেন।

হঠাৎ কথায় কথায় অনিরুদ্ধদা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার গাড়িটার অবস্থা ও রকম ভগ্নদশা কেন?

কথাটা শুনে এক মিনিট থমকে গেলেন গৌতম। তার পরে থেমে থেমে বললেন, সম্পত্তি নিয়ে এখনও মামলা চলছে। নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কিচ্ছু করতে পারব না। না হলে নতুন একটা গাড়ি কিনতে কী আর এমন লাগে! কথাটা উনি বলছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর চোখমুখ দেখে আমার মনে হচ্ছিল, তিনি বিব্রত। কোথায় যেন একটা খোঁচা লেগেছে।

এর ক'দিন পরে, ও বাড়িতে বসেই তরুণকুমারের একটা কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। চল্লিশ পয়সা থেকে এক লাফে দশ পয়সা বেড়ে, বাস ভাড়ার প্রথম ধাপ পঞ্চাশ পয়সা হওয়ায়, যখন আমি ভাবছিলাম, এ বার পয়সাকড়ি জমিয়ে একটা পুরনো সাইকেল কিনতে হবে, না হলে আর পারা যাবে না, তখন কোলের উপরে লোমওয়ালা সাদা ফুটফুটে একটা ছোট্ট কুকুরছানাকে আদর করতে করতে তিনি কিনা বললেন, একটা মানুষের বেঁচে থাকতে গেলে এটুকু লাগেই। একটা গাড়ি আর অন্তত দুটো অ্যালসেশিয়ান পোষার মতো আর্থিক সঙ্গতি।

তাঁর কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, তিনি মহানায়কের ভাই হতে পারেন, বড় অভিনেতাও হতে পারেন, কিন্তু এই পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই নেই।

ওই সিরিয়ালের কাজ করতে গিয়ে এ রকম বহু লোকের বহু কথা আমি শুনেছি, যা এত দিন পরেও আমার মনে গেঁথে আছে। কে নেই সেই তালিকায়? সরযূবালা দেবী, ছায়া দেবী, অনুপ কুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অগ্রদূত থেকে শুরু করে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল সেন। আরও কত জনের সঙ্গে যে কথা বলেছিলাম, এখন আর মনে নেই।

সে যাই হোক, প্রত্যেক দিন শ্যুটিং শেষ হলেই আমরা চলে যেতাম ৭৬ নম্বর রফি কিদওয়াই রোডের চিত্রবাণীতে। সেখান এডিটিং হতো। খাওয়া-দাওয়া হতো। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমি আর শিবাশিস ছাড়া এটা কেউ জানে না। অনিরুদ্ধদা একদিন আমাদের বললেন, যাকেই খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হোক না কেন, তিনি তো তার থেকে দু'-চার পয়সা লাভ রাখবেনই। ফালতু ফালতু অন্য লোককে পয়সা দিতে যাব কেন? তোরা কেউ দায়িত্ব নে। যা হবে, তোদের হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি আনব। কিন্তু শুধু আনলেই তো হবে না। বিলও বানাতে হবে। তখন পাড়ায় পাড়ায় এ রকম ডিটিপি সেন্টার ছিল না। তখনও লেটার প্রেসের যুগ। ছাপিয়ে ফেললাম কয়েক পাতার একটা বিল বই। নাম দিয়েছিলাম, তখন যার সঙ্গে প্রেম করতাম, তার নামে — ভারতী ক্যাটারার।

অনিরুদ্ধদা বললেন, শোন, আমাদের বাজেট কিন্তু খুব কম। তিরিশ-পঁয়তিরিশ টাকার মধ্যে প্লেট করবি। আমি আর শিবাশিস খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলাম, কোথায় কত কম দামে বিরিয়ানি পাওয়া যায়। যেখানেই যাই, দেখি তিরিশ-বত্রিশ-পঁয়তিরিশের নীচে কোথাও কিছু নেই। তা হলে আর আমাদের থাকবে কী? বিল ছাপার খরচই তো উঠবে না! তখন আমাদের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ঠিক করলাম, চিকেন বা মটন নয়, আমরা বিফ-বিরিয়ানি দেব। মানে গরুর মাংসের বিরিয়ানি।

একটা মুসলিম দোকান ফিট করলাম। কুড়ি টাকা প্লেট। বেশি নিলে আঠেরো টাকা করে দেবে। অথচ দোকানের নাম — তাজ হোটেল। তখন আলিপুর চিড়িয়াখানার উলটো দিকে সদ্য সদ্য তাজ বেঙ্গল হয়েছে। কেউ কেউ ওই নামের সঙ্গে এই নামটি গুলিয়ে ফেলতেই পারেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, তাজ থেকে এনেছি। কেউ তো আর সার্ভে করতে যাবে না — তাজ বেঙ্গল, না তাজ হোটেল!

ফলে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। এবং অবাক কাণ্ড, কেউ তো কিছু বুঝতেই পারল না, উপরন্ত সবাই চেটেপুটে খেতে লাগল। বলল, বিরিয়ানিটা দারুণ তো! কোথা থেকে এনেছিস? পারলে, কালকেও এখান থেকেই আনিস। তাই শুধু তার পর দিনই নয়, তার পরে যত দিন কাজ হয়েছিল, আমরা ওই বিরিয়ানিই সাপ্লাই করেছিলাম।

আমাদের এই কাজে সব রকম সহযোগিতার জন্য যেমন হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী থেকে উত্তমপ্রেমী অত্যন্ত সাধারণ মানুষজন। বাড়ির একটা বড় অংশ শ্যুটিং জোন হিসেবে ফিতে দিয়ে ঘিরে রাখার জন্য, সদ্য বিয়ে করা বউকে পর্যন্ত বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থদা। বউ-ছেলেমেয়ে-বাড়ি ছেড়ে অনিরুদ্ধদা থাকতে শুরু করেছিলেন আমাদের সঙ্গে।

সকাল হলেই আমি সবার জন্য গরম জল বসিয়ে দিতাম স্নানের জন্য। তার ক'দিন আগেই সানন্দার কভার স্টোরি 'রান্নার পঞ্চাশটি টিপস' লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন দেখে রান্নার ভার পড়েছিল শিবাশিসের উপরে। ও প্রায়ই আলু আর ডিমের একটা ঝোল করত। সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়াতাম আমি।

একদিন শিবাশিস বলল, তোকে আর ডিম ছাড়াতে হবে না, যা। আমি ছাড়িয়ে নেব। তখনই জানলাম, ডিম ছাড়াতে ছাড়াতে খোসার সঙ্গে উঠে আসা ডিমের চাকলা খেতে খেতে আমি নাকি মাঝে মাঝে গোটা ডিমও মুখে পুরে নিই। রোজই একটা-দুটো করে কম পড়ে। গত কাল নাকি পুরো চার-চারটে ডিম কম পড়েছিল।

শুধু এই ধারাবাহিকটা তৈরি করার জন্য আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অনেক কিছু জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম। বহু লোক বহু ভাবে বিনা স্বার্থে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তেমনই আবার বিরোধিতাও করেছিলেন কেউ কেউ। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, লাভের টাকাটা কে নেবে?

লাভ! আমরা তো সে কথা একবারও ভাবেনি। আমরা তো কাজের আনন্দে কাজ করছি। সানন্দায় লিখে দুটো পয়সা পাই। এই কাজ করতে গিয়ে সেটাও বন্ধ। এ কথা অনিরুদ্ধদাকে বলতেই তিনি বললেন, একটা কাজ কর, তোরা গল্প লেখ। গল্প লেখার জন্য তো তোদের কোথাও যেতে হবে না। কারও ইন্টারভিউও নিতে হবে না। ঘরে বসে লিখবি। সিধু, তুই বাড়ি ফিরে আজ রাতেই একটা গল্প লিখে ফেল। কাল সকালে অফিসে দিয়ে দে। কম্পোজে পাঠিয়ে দেব। তা হলে এই সংখ্যাতেই ওটা ধরানো যাবে।

আমি তো অবাক। লিখি কবিতা। গল্প লিখতে হবে! ঠিক আছে, তা-ই লিখব। লিখেও ফেললাম। ছাপা হয়ে গেল সানন্দায়। তার পরেই যত ঝামেলা। যে দিন পত্রিকাটি বেরোল, সে দিন বিকেল থেকেই কাগজ উধাও। কোনও স্টলে আর সানন্দা পাওয়া যাচ্ছে না। পর দিন আমাদের এলাকার এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা তাঁর লোকজন নিয়ে এসে আমাদের বাড়িতে চড়াও হলেন। আমাকে মারধোর করলেন। আমি নাকি তাঁকে নিয়ে গল্প লিখেছি। গল্পের যে চরিত্রটি দলবল নিয়ে মধ্যরাত অবধি রেশন দোকানের ভিতরে ঢুকে, শাটার নামিয়ে মদ্যপান করেন, নীল ছবি দেখেন, সেটা নাকি আসলে তিনিই। যে নেতার মদতে বিভিন্ন এলাকার উঠতি ছেলেপুলেরা পাড়ার মুখে জটলা পাকিয়ে আড্ডা মারতে মারতে মেয়েদের উত্যক্ত করে, সেই নেতা নাকি আসলে তিনিই। যে নেতার চেলাচামুণ্ডাদের নাজরানা না দিয়ে বাড়িতে একটা ইটও কেউ গাঁথতে পারে না, সেই নেতা নাকি আসলে তিনিই। আমি নাকি তাঁর পিছনে স্পাইগিরি করে এই গল্প লিখেছি!

যতই বলি, আমি আপনার সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না। যদি আপনার সঙ্গে এই গল্পের কোথাও কোনও মিল হয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। আমার কোনও দোষ নেই। আমাকে ছেড়ে দিন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! চড়চাপড়, ঘুসি, লাথি, চুলের মুঠি ধরে টানা, সিগারেটের ছ্যাঁকা — সবই চলতে লাগল। টানতে টানতে নিয়ে গেল উলটো ফুটপাথের একটি নির্মীয়মান বাড়িতে।

ওরা যখন নেশায় মশগুল, আমি তখন ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিন তলা থেকে কোনও রকমে পাইপ বেয়ে নেমে এলাম নীচে। সামনের একটি বুথে ঢুকে প্রথমেই ফোন করলাম সুদেষ্ণাদিকে। তিনি বললেন, লোকাল থানায় একটা ডায়েরি করে অফিসে চলে আয়।

পর দিন সকালে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় করে ছাপা হল সেই খবর — 'লেখক প্রহৃত, কংগ্রেস কাউন্সিলর ধৃত'। দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ছ'কলাম জুড়ে পুরো ঘটনার বিবরণ। সক্কালবেলায় স্থানীয় আর এক নেতার সঙ্গে আমার বাড়ি এসে হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, একদম ভয় পাবে না। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো। দরকার হলে, আমার লোকজন তোমার বাড়ি পাহারা দেবে। দেখি, তোমার গায়ে কে হাত দেয়।

এর কয়েক দিন পরেই ছিল রাখী পূর্ণিমা। তিনি আমাকে রাখী পরিয়ে গেলেন। পরে আরও কয়েকটি গল্পের সঙ্গে সেই গল্প দীপ প্রকাশন থেকে বই আকারে বেরোয়। বইটির নাম দিই ওই গল্পটির নামেই — 'বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল'। সেই গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে একটি নাট্যদল মঞ্চস্থও করতে থাকে বিভিন্ন মঞ্চে।

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে বাছুর কিনে। আমার অবস্থাও তাই। লিখছিলাম দু'-একটা ফিচার। মাঝে-মধ্যে কবিতা। গল্প লিখতে গিয়ে এ কী ঝঞ্ঝাট! আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু হল পাঁচ কোটি টাকার। আমার সঙ্গে সঙ্গে এক কোটি করে মামলা হল বিভাগীয় প্রধান সুদেষ্ণা রায়, মুদ্রক এবং প্রকাশক বিজিৎকুমার বসু, সম্পাদক অপর্ণা সেন আর ওই পত্রিকার সর্বময় কর্তা অরূপ সরকারের নামে। প্রসঙ্গত জানাই, সেই মামলায় অবশ্য আমাকে এক পয়সাও খরচা করতে হয়নি। পুরো মামলাই লড়েছিল আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ।

যদি এই সিরিয়ালে কাজ করতে না আসতাম, তা হলে তো আর গল্প লিখতে হতো না। কোনও ঝামেলাতেও জড়াতে হতো না। আমাদের লসের পর লস হচ্ছে, আর তিনি বলছেন কিনা লাভের টাকাটা কে নেবে!

এই সময় নানা কারণে দূরদর্শনের লাল ফিতের গেরোয় বাঁধা পড়ে গেল আমাদের কাজ। বড়রা সবাই ছুটে গেলেন। দূরদর্শনের লোকজনদের অনেক বোঝানো হল। কিন্তু তাঁরা অনড়। একে ধরা হল, তাকে ধরা হল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। বহু টালবাহানার পরে মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হল উত্তমকুমারকে নিয়ে তথ্যবহুল কোনও কিছু তৈরি করার প্রথম সাধু উদ্যোগ। মাঠে মারা গেল আমাদের সমস্ত শ্রম, সমস্ত স্বপ্ন।

তার পর আর উত্তমকুমার নয়, ইউ জি সি-র গ্র্যান্ট পেয়ে আমরা তৈরি করলাম কলকাতার মেট্রোরেল নিয়ে প্রথম তথ্যচিত্র — মেট্রোরেল। কিন্তু অতটা কাজ হয়ে যাওয়ার পরেও শেষ পর্যন্ত উত্তমকুমারকে নিয়ে ওই ধারাবাহিকটি শেষ করতে না পারার শোক আমাদের, অন্তত আমাকে এখনও কুরে কুরে খায়। জানি না, রিল-বন্দি করা সেই দুর্লভ ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোর ক্যাসেট কার কাছে আছে! আদৌ আছে কী!

সরকারি উদ্যোগে তৈরি প্রথম 'ফ্লাই অ্যাশ ব্রিকস্' কারখানা বন্ধে অসহায় শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সরকারি উদ্যোগে গ্রামে কারখানা তৈরি হয়েছিল, হাতে কাজ ছিল, পরিবারে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, কিন্তু এখন সে সব অতীত। কর্মব্যস্ত সুখের সেদিনের কথা ভাবলে এখনও চোখ ঝাপসা হয়ে আসে বিশ্বনাথ বাউড়ি, সোনালি বাউড়িদের।

সালটা ২০১৫, মহাত্মা গান্ধি জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প অর্থাৎ ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বাঁকুড়া-১ ব্লকের কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পচিরডাঙ্গায় প্রায় ৫ বিঘা জমির ওপর বছরে ৩০০ কর্ম দিবসে ৩৬ লক্ষ ইট তৈরির লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে গড়ে ওঠে 'ফ্লাই অ্যাশ ব্রিকস্' কারখানা। দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজে যোগ দেন স্থানীয় মানুষজন। তাঁদের মজুরি দেওয়া হতো ওই ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প থেকে। সঙ্গে এখানে উৎপাদিত ইট বিক্রির পর যে লভ্যাংশ উঠে আসত, তার ৭৫ শতাংশ শ্রমিক সোস্যাইটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার পর কর্মরত প্রত্যেকটি শ্রমিক পরিবার সমানভাবে সেই টাকার ভাগ পাওয়ার কথা ছিল। বাকি ২৫ শতাংশ টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে জমা হওয়ার কথা ছিল। যেমন কথা, তেমনই চলছিল। কিন্তু বিগত বেশ কয়েক বছর আগে এরাজ্যে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপ পড়ে পচিরডাঙ্গার ফ্লাই অ্যাশ ব্রিকস্ কারখানাতেও। বিনা নোটিসে কর্মহীন হয়ে পড়েন ৪০ জনেরও বেশি শ্রমিক। দীর্ঘদিন এই কারখানায় কর্মরত, বর্তমানে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য বিশ্বনাথ বাউড়ি, জবকার্ড কাজ করা সোনালি বাউড়িরা বলেন, '২০১৫ সালে এই কারখানা শুরু সময় থেকে কাজ করেছি। তিনটি শিফটে কাজ হতো। পুরুষ-মহিলা সবার কাজের সুযোগ ছিল। পাঁচ বছর সব ঠিকঠাক চলার পর সব বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল তাদের আয়ের উৎস-ও।' আর পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে এরাজ্যের বরাদ্দ বন্ধ বলেই তারা জানান।

আর এই ঘটনায় প্রত্যাশিতভাবেই শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী তর্জা। বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল নেত্রী তথা বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়ের দাবি, 'কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকা বন্ধ করাতেই ওই কারখানা আজ বন্ধ। এবার ওই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা পেলে মানুষের স্বার্থে ফের কারখানা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।' স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানার দাবি, 'জনগণের করের টাকায় কারখানার তৈরির নামে কাটমানির টাকা শাসকদলের নেতাদের ঘরে ঢুকে গেছে, তাই কারখানাও বন্ধ। '২৬-এর নির্বাচনে মানুষ এর জবাব দেবে।'

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে খাটাল উচ্ছেদ শুরু ডানকুনিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডানকুনির খালের পাশে শতাধিক খাটাল সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। সেই নির্দেশ অনুযায়ী সম্প্রতি বুলডোজার চালানো হয়। ৭০০ খাটালে প্রচুর মানুষ কাজ করেন। প্রত্যেকেই কাজ হারানোর আশঙ্কায় ভুগছেন। শুধু তাই নয়, রাজ্য জুড়ে দুধের অভাব ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। আদালতের নির্দেশে উচ্ছেদ শুরু ডানকুনিতে।

খাটাল মালিকদের বক্তব্য, এই এলাকায় প্রায় ৭০০টি খাটাল আছে। প্রতিদিন সেখানে যে দুধ উৎপন্ন হয়, তা রাজ্য জুড়ে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ খাটাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বুধবার থেকেই দুধের সঙ্কট দেখা দিতে পারে রাজ্য জুড়ে। খাটাল মালিকদের দাবি, উচ্ছেদ না করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বর্জ্য ফেলার চেম্বার ও নিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কয়েক হাজার পরিবার উপকৃত হতো। ১৯ জুলাইয়ের মধ্যে খাটাল সরানোর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খাটাল সরিয়ে নেওয়ার কোনও উদ্যোগ দেখাননি খাটাল মালিকরা। এদিন সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। ডানকুনি পুরসভার কর্মীরা, প্রাণী সম্পদ দপ্তরের চিকিৎসক-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা উপস্থিত রয়েছেন। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছর ধরে ডানকুনি খালের দুই পারে গজিয়ে উঠেছে অবৈধ খাটাল। ডানকুনি খালের ধারে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবৈধভাবে শতাধিক খাটাল গড়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। তার ফলে ক্ষতি হচ্ছিল খালের! বর্তমানে প্রায় সাড়ে আট হাজার গবাদি পশু রয়েছে সেখানে।

স্কুলে 'দাদাগিরি', গ্রেপ্তার বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গিধনীতে স্কুল চলাকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে উঠল প্রেমজিৎ মাণ্ডী নামে স্থানীয় এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে জামবনি থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, গিধনী চক্রের রানিপাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

জানা গিয়েছে, পঠনপাঠন চলার সময় ওই বিজেপি কর্মী বিদ্যালয়ে ঢুকে প্রধান শিক্ষক ও এক সহ-শিক্ষককে গালিগালাজ করতে করতে শারীরিক নিগ্রহের চেষ্টা করে। স্কুল থেকে চলে যেতে বললে, অভিযুক্ত প্রেমজিৎ দুই শিক্ষককে প্রাণে মারার হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

শিক্ষকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অকারণে স্কুলে ঢুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। আক্রান্ত দুই শিক্ষক জামবনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্বভাবতই এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও। বিজেপির পালটা দাবি, স্কুল চত্বরে থাকা একটি কুয়োর পাশে বাচ্চারা যখন খেলাধুলা করছিল, তখন শিক্ষকরা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। প্রেমজিৎ বিষয়টি শিক্ষকদের নজরে আনার চেষ্টা করতেই অহেতুক রাজনৈতিক রং চড়ানো হচ্ছে।' ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান জয়দীপ হোতা বলেন, 'এখানে রাজনীতি প্রসঙ্গ নয়। স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে হেনস্থা করা অত্যন্ত অন্যায়। বিষয়টি আইনত দেখা হবে।' অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সরকারি কর্মচারীদের নতুন জেলা কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ শাখার নতুন জেলা কমিটি গঠিত হল। রবীন্দ্রনগরে অবস্থিত জেলা ফেডারেশন দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে জেলা ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট শীতল প্রসাদ বিদের উপস্থিতিতে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন জেলা কমিটিতে সিদ্ধেশ্বর বোস সভাপতি, প্রশান্ত চক্রবর্তী কার্যকরী সভাপতি, রাহুল সিং সম্পাদক ও অঞ্জন রায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। কমিটিতে মোট ২৫ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

BOI Bank of India

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২

সংশোধনী

গত ইং ২০.০৭.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে ক্রম নং- ৩, অ্যাকাউন্ট- শাহিন নিটিং টেক্সটাইলস এর সাকিন- "সুলতানপুর, মেমারি পুরসভা অধীন, আসানসোল, পো এবং থানা-মেমারি, পিন-৭১৩১৪৬" এর পরিবর্তে **"সুলতানপুর, মেমারি পুরসভা অধীন, পো এবং থানা-মেমারি, পিন-৭১৩১৪৬"** পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

খুশি কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN - U51101WB2010PTC147136
ফ্ল্যাট নং ১ই, ২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২ জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬

সংশোধনী

মেসার্স খুশি কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN - U51101WB2010PTC147136) এর ফর্ম নং আইএনসি-২৬ অধীন বিজ্ঞাপনে যা ০৮.০৫.২০২৫ প্রকাশিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে স্থানান্তরিত শীর্ষক বিষয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন এর ঠিকানা ভুলক্রমে নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৫মতল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রকৃত ঠিকানা রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন : কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬,এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা : ৭০০১৩৫ পড়তে হবে।
মেসার্স খুশি কমোসেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাজেশ কুমার আগরওয়াল
(ডিন : ০৩০৫২৯৪৮)
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
স্বা/-
মহেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
(ডিন : ০৩০৬৮৪৩৩)
ডিরেক্টর

যশ লক্ষ্মী সলভেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড
CIN - U93000WB2007PTC119288
ফ্ল্যাট নং ১ই, ২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২ জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬

সংশোধনী

মেসার্স যশ লক্ষ্মী সলভেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (CIN - U93000WB2007PTC119288) এর ফর্ম নং আইএনসি-২৬ অধীন বিজ্ঞাপনে যা ০৮.০৫.২০২৫ প্রকাশিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে স্থানান্তরিত শীর্ষক বিষয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন এর ঠিকানা ভুলক্রমে নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৫মতল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রকৃত ঠিকানা রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন : কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬,এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা : ৭০০১৩৫ পড়তে হবে।
মেসার্স যশ লক্ষ্মী সলভেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
কমল কুমার আগরওয়াল
(ডিন : ০০৭৯৩৬১৩)
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
স্বা/-
মহেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
(ডিন : ০৩০৬৮৪৩৩)
ডিরেক্টর

চার্মিং ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড
CIN - U52390WB2010PTC144724
ফ্ল্যাট নং ১ই, ২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২ জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬

সংশোধনী

মেসার্স **চার্মিং ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড** (CIN - U52390WB2010PTC144724) এর ফর্ম নং আইএনসি-২৬ অধীন বিজ্ঞাপনে যা ০৮.০৫.২০২৫ প্রকাশিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে স্থানান্তরিত শীর্ষক বিষয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন এর ঠিকানা ভুলক্রমে নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৫মতল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রকৃত ঠিকানা রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন : কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬,এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা : ৭০০১৩৫ পড়তে হবে।
মেসার্স চার্মিং ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাজেশ কুমার আগরওয়াল
(ডিন : ০৩০৫২৯৪৮)
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
স্বা/-
মহেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
(ডিন : ০৩০৬৮৪৩৩)
ডিরেক্টর

লালিমা গুডস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN - U51109WB2007PTC113419
ফ্ল্যাট নং ১ই, ২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২ জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১১০৬

সংশোধনী

মেসার্স লালিমা গুডস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN - U51109WB2007PTC113419) এর ফর্ম নং আইএনসি-২৬ অধীন বিজ্ঞাপনে যা ০৮.০৫.২০২৫ প্রকাশিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে স্থানান্তরিত শীর্ষক বিষয়ে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন এর ঠিকানা ভুলক্রমে নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৫মতল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রকৃত ঠিকানা রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন : কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬,এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা : ৭০০১৩৫ পড়তে হবে।
মেসার্স লালিমা গুডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
কমল কুমার আগরওয়াল
(ডিন : ০০৭৯৩৬১৩)
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
স্বা/-
মহেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
(ডিন : ০৩০৬৮৪৩৩)
ডিরেক্টর

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড

(পূর্বে গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড প্রাইভেট লিমিটেড এবং গণেশ ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত ছিল)
সিআইএন: L46620WB2024PLC268366
গোদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ৯ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর - V, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০৯১

৩০ জুন, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

[সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর ৪৭(১)(বি) রেগুলেশন অনুসারে]

(ইপিএস ব্যতীত টাকা লাখে)

বিবরণ	৩০.০৬.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অ-নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অ-নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য (নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	১৮,১৬৬.৮৭	১৬,০৮৭.৭৬	১৩,৬৮৯.৪৪	৫৪,২৫৫.৮৭
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব)	১৯৫২.৬৯	১৫৫৮.৯৫	১৩৫২.১৩	৫,৩৩৭.৩৩
কর পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	১৯৫২.৬৯	১৫৫৮.৯৫	১৩৫২.১৩	৫,৩৩৭.৩৩
কর পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	১,৪৬১.২৪	১,১৬১.৭০	১,০০৩.৫৪	৪,০০৫.০৪
পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার)	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	১,২৩৩.৭৮	২,১৩৬.০৭
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
ক. মূল	৩.৪২	৩.৩৬	৮.১৩	১১.৫৯
খ. মিশ্রিত	৩.৪২	৩.৩৬	৮.১৩	১১.৫৯

দ্রষ্টব্য :

১. উপরের তথ্যটি ৩০ জুন, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি নির্যাস। এটি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক তাদের ২২/০৭/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী এটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে।

২. উল্লিখিত ৩০ জুন, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কুইক রেসপন্স কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর পক্ষে ও তাদের হয়ে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
স্বা/-
বিভর আগরওয়াল
চেয়ারম্যান, এমডি এবং সিইও
DIN: 02331469

তারিখ : ২২-০৭-২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম জি (সংশোধিত)
মেসার্স শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে আয়রণ এবং স্টিল ব্যবসায় নিযুক্ত-
এর আগ্রহ প্রকাশ ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ- সাব রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAFCG9679M CIN : U70102WB2015PTC206242
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৩৭, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	প্রযোজ্য নয়
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	সর্বশেষ প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ আর্থিক বর্ষ মোতাবেক টার্নওভার ৪.১৩ কোটি
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) ইউআরএল প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন	আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ইমেল **cirp.sovastores@gmail.com** মারফত
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান নথিতে যোগ্যতার মানদন্ড উল্লেখ আছে যা **cirp.sovastores@gmail.com** মারফত পাওয়া যাবে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	৮ আগস্ট ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৮ আগস্ট ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৩ আগস্ট ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৭ অক্টোবর ২০২৫
১৬.	এক্সপেশন ইন্টারেস্ট দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**cirp.sovastores@gmail.com**
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	এমএসএমই তে নথিভুক্ত নয়

তৃপ্তি আগরওয়াল
IBBI/IPA-001/IP-P-02809/2023-2024/14316
নথিভুক্ত ঠিকানা : ১৭৪এ, মানিকতলা মেন রোড, ৯সি একতা রেসিডেন্সি কলকাতা - ৭০০০৫৪ (বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর নিকট)
প্রস্তাব পেশাদার
শোভা স্টোরস অ্যান্ড স্পেয়ারস প্রাইভেট লিমিটেড (সিআইআরপি)
তারিখ : ২৪ জুলাই ২০২৫
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা
নদিয়া প্লাজা, পোড়ামাতলা রোড, ডোপওয়ালি মোড়, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৩.০৫.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী দুর্গাদাস বিশ্বাস, নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৪,৬৫,৮১৫.০০ টাকা** (চব্বিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আটশ পনের টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২১ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নবদ্বীপ পোড়ামাতলা শাখার** নিকট বকেয়া **২৪,৬৫,৮১৫.০০ টাকা** (চব্বিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আটশ পনের টাকা) এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
সম্পত্তির ঠিকানা : হোল্ডিং নং ৪১, রামসীতা পাড়া , ওয়ার্ড নং ১৪, পো এবং থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১৩০২। জমি এবং ভবন **দুর্গা দাস বিশ্বাস এবং শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাসের নামে,** স্থান মৌজা : নবদ্বীপ, জেএল নং ২০, হোল্ডিং নং ৪১, প্লট নং আরএস ১৯৭৬, ৭৯৭৬/১৯৯১৮, এলআর ৪৭০৮, ৪৭০৭, খতিয়ান নং আরএস ১৬৫১/৮, এবং এলআর ১০৩৮৮, নবদ্বীপ পুরসভা অধীন, এডিএসআরও : নবদ্বীপ, মোট বন্ধকদত্ত জমির এরিয়া - ৫.৬৬ ডেসিমেল স্বত্ব বিক্রয় দলিল অনুযায়ী নং ১/২২৫ এবং ১/২২৬ - ১৯৯৩ সালের তারিখ ০৫/০২/১৯৯৩, **সম্পত্তি দুর্গা দাস বিশ্বাস এবং শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাসের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : কংক্রিটের সাধারণ চলার পথ এবং প্রয়াত মাখন ঘোষের ভবন; দক্ষিণে : শ্যামল ভট্টাচার্য এবং প্রমোদ দত্তর ভবন; পূর্বে : মালিকের সম্পত্তি দাগ নং ৪৭০৭, জমির এরিয়া ০.১৬ ডেসিমেল; পশ্চিমে : রাম সীতা পাড়া পুরসভা মেটাল রোড।

তারিখ : ২১.০৭.২০২৫
স্থান : নবদ্বীপ
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা : ধর্মতলা স্ট্রিট
৫, সি আর এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭২
দখল নোটিশ পরিশিষ্ট - ৬
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন

যেহেতু
অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**মেসার্স ডায়াকটিনিক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড (ডিরেক্টর - দেবাশিস ঘোষ এবং শমিতা ঘোষ - ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা - ৭৩১ যোগেন্দ্র গার্ডেনস ফ্ল্যাট নং ১, অলোকা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **২. শ্রী দেবাশিস ঘোষ (ডিরেক্টর মেসার্স ডায়াকটিনিক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড, জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা)** ঠিকানা - ৭৩১ যোগেন্দ্র গার্ডেনস ফ্ল্যাট নং ১, অলোকা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **আরও ঠিকানা** - কস্তুরি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০২ (৪র্থ তল) ৪, জহুরা বাজার লেন, কলকাতা - ৭০০০৪২ **৩. শ্রীমতী শমিতা ঘোষ, স্বামী শ্রী দেবাশিস ঘোষ (ডিরেক্টর মেসার্স ডায়াকটিনিক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড , জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা - ৭৩১ যোগেন্দ্র গার্ডেনস ফ্ল্যাট নং ১, অলোকা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **আরও ঠিকানা** - কস্তুরি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০২ (৪র্থ তল) ৪, জহুরা বাজার লেন, কলকাতা - ৭০০০৪২ **শাখা - ধর্মতলা স্ট্রিট**	০৮.০৫.২০২৫ এবং ২৩.০৭.২০২৫	**৭,০০,৯৫,৪৯৫ টাকা** (সাত কোটি পঁচানব্বই হাজার চারশ পঁচানব্বই টাকা) ০৮.০৫.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ	সম্প্রসারিত সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০২, (৪র্থতল) -এসবিএ ১৩৩৬ বর্গফুট কমবেশি, জি-৩ তলা ভবনে, কস্তুরী অ্যাপার্টমেন্ট, এবং একটি মাঝারি মাপের মোটর গাড়ি পার্ক করার অধিকার সহ প্রেমিসেস নং -৪, জহুরা বাজার লেন, কলকাতা - ৭০০০৪২, ওয়ার্ড নং ৯১- কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, এবং দাগ নং ১৩৪৭, খতিয়ান নং ১৪৩, মৌজা -কসবা গ্রাম, জেএল নং ১৩, আরএস নং ২৩৩, সরকারি সার্ভে সেটেলমেন্ট ১৪১, তৌজি নং ১৪৫, পি স্টেশন -কসবা অধীন, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **উত্তরে :** রামপ্রসাদ শাউ এবং অন্যান্যর জমি সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** অংশত অতিরিক্ত খালি জমি প্রেমিসেস নং ৪, অংশত জহুরা বাজার লেন এবং অংশত প্রেমিসেস নং ২এ, জহুরা বাজার লেন; **পূর্বে :** অংশত অতিরিক্ত খালি জমি প্রেমিসেস নং ৪ এবং অংশত প্রেমিসেস নং ২এ, জহুরা বাজার লেন; **পশ্চিমে:** অংশত অতিরিক্ত জমি প্রেমিসেস নং ৪ এবং অংশত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। **ফ্ল্যাটের মালিক : শ্রী দেবাশিস ঘোষ (স্বত্বাধিকারী) এবং শ্রীমতি শমিতা ঘোষ।**
				সম্প্রসারিত সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত খালি জমি অবস্থিত রাউতারি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : নরেন্দ্র পল্লি, মৌজা : উত্তর পাঁচপোতা, জে এল নং ১২০, তৌজি নং ১২, আরএস দাগ নং ১১৯, ১২১, ১৪১, ১৪৪, এলআর দাগ নং ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৬৬, ১৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৪৬৭, ১৭৮, ২১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৫৬৩, ১৫৬৪, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, **সম্পত্তি শ্রী দেবাশিস ঘোষ (স্বত্বাধিকারী) এবং তাঁর পত্নী শ্রীমতি শমিতা ঘোষ** পরিমাণ আনুমানিক ১.৫৭ একর। মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, **উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ; **দক্ষিণে :** গোল্ড মাইনস ইন্ডাস্ট্রিজ; **পূর্বে :** গোল্ড মাইনস ইন্ডাস্ট্রিজ; **পশ্চিমে :** এনএইচ-৩৪ সড়ক। **ফ্ল্যাটের মালিক : শ্রী দেবাশিস ঘোষ (স্বত্বাধিকারী) এবং শ্রীমতি শমিতা ঘোষ।**

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৫, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ই-মেল - sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

LOAN ACCT-42423832119 (HBL) এবং 42423885898 (SURAKSHA)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, হাওড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.০৪.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ নাজিমা বিবি স্বামী শেখ আবু তাহের ঠিকানা - ২২/১/ডি এম এইচ খান রোড, পো-বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা - ৭০০১৩৭** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩৮,৬২,৮৫৯.০০ টাকা** (আটত্রিশ লাখ বাষট্টি হাজার আটশ উনষাট টাকা) **২৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২২ জুলাই ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া শাখা ৩৮,৬২,৮৫৯.০০ টাকা** (আটত্রিশ লাখ বাষট্টি হাজার আটশ উনষাট টাকা) **২৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি **১০ (দশ) ডেসিমেল** এবং তদস্থিত এক ইট নির্মিত সিমেন্টের মেঝে দোতলা ভবন পরিমাণ কমবেশি **১২৬২ বর্গফুট প্রতি তম একতলায় ১২৬২ বর্গফুট,** ২য়তলে **১২৬২ বর্গফুট** মোট পরিমাণ কমবেশি **২৫২৪ বর্গফুট** , অবস্থিত মৌজা : রাইপুর, জেএল নং ১২, তৌজি নং ১৪, পরগনা-মাগুরা, এলআর দাগ নং ১৯৯, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৪, থানা : বিষ্ণুপুর, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস বিষ্ণুপুর, খাগড়ামুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জমির অন্যান্য সকল অধিকার ভোগ দখলের সমন্বিত, চৌহদ্দি : **উত্তরে :** সচিন নস্কর এর জমি, **দক্ষিণে :** মালিকের জমি, **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া গ্রাম সড়ক, **পশ্চিমে :** তিন কড়ি নস্করের জমি।
সম্পত্তি শ্রী নাজিমা বিবি, উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০১০২৪৫৩-২০২৩ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০১-২০২৩, পৃষ্ঠা ৮৫২০৪ থেকে ৮৫২৩১, অফিস ডিএসআর-১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ - ২২.০৭.২০২৫
স্থান - খাগরামুড়ি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৭.০৪.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা ১) মেসার্স আই জে এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা - গ্রাম - কাশীরামপুর পো - জাফরপুর, থানা - ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫১৩ **আরও ঠিকানা** - গ্রাম - ঘনশ্যামপুর, পো - বনগাঁনগর, থানা - ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫১৩ **(২) শ্রী লাল্টু মোল্লা (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** পিতা আবদুল গণি মোল্লা, গ্রাম - কাশীরামপুর পো - জাফরপুর, থানা - ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫১৩ **আরও ঠিকানা** - গ্রাম - ঘনশ্যামপুর, পো - বনগাঁনগর, থানা - ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫১৩ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট **শকুন্তলা শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬৬,৯২,৪৮০.৪৯ টাকা** (ছেষট্টি লাখ বিরানব্বই হাজার চারশ আশি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) **১৬.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **৬৬,৯২,৪৮০.৪৯ টাকা** (ছেষট্টি লাখ বিরানব্বই হাজার চারশ আশি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) **১৬.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৭.১৩ শতক এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন, অবস্থিত মৌজা : ঘনশ্যামপুর, পো : ছাবেড়িয়া, বনগাঁনগর গ্রামপঞ্চায়েত ১ অধীন, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬ (নতুন-১৪২২), জেএল নং ১০৬, দলিল নং ১৬১৯০০০৩৭-২০১৯ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১৯-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪০৮ থেকে ১৪৩৩, ঘোষণা দলিল নং ১৬১৯০০০৮৮৮/২০২০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসার -ফলতা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১৯/২০২০, পৃষ্ঠা ২৩৭১৫ থেকে ২৩৭৫৪, **সম্পত্তি লাল্টু মোল্লা এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক ; দক্ষিণে : তাহের শেখ এর সম্পত্তি; পশ্চিমে : নুরুদ্দিন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে : সাহানামাজ মন্ডল এর সম্পত্তি।

তারিখ : ১৯.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

১৯.০৭.২০২৫ তারিখের পূর্বে সারফেইসি অ্যাক্ট এর সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে জারিকৃত সমস্ত নোটিশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো এবং বাতিল বলে গণ্য করা হলো।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
কৃষ্ণনগর মেন শাখা
কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৪২৫

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৭.০৫.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স আস্থা হার্ডওয়্যার, স্বত্বাধিকারী - শ্রী রাহুল দেব ভট্ট,** ঠিকানা এনএইচ - ৩৪, বিধানপল্লী, টি বি হসপিটাল, পো. গোবরকুলি, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৪০ **ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা : সবিতা ভট্ট,** স্বামী প্রয়াত মণিলাল ভট্ট, গ্রাম - এনএইচ - ৩৪, বিধানপল্লী, টি বি হসপিটাল, পো. গোবরকুলি, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৪০ **জামিনদাতাগণ : (১) শ্রী রাহুল দেব ভট্ট,** পিতা প্রয়াত মণিলাল ভট্ট গ্রাম - এনএইচ - ৩৪, বিধানপল্লী, টি বি হসপিটাল, পো. গোবরকুলি, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৪০ **(২) সবিতা ভট্ট** স্বামী প্রয়াত মণিলাল ভট্ট, গ্রাম - এনএইচ - ৩৪, বিধানপল্লী, টি বি হসপিটাল, পো. গোবরকুলি, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৪০ **(৩) শ্রীমতী সোনালি দত্ত,** স্বামী প্রদীপ কুমার দত্ত, গ্রাম - বেজিখালি, পো- কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) পিন - ৭৪১১০১ **(৪) শ্রীমতী রূপালি দাস** স্বামী তপন কুমার দাস, গ্রাম - বেজিখালি, ফ্ল্যাট নং ৪, তপোবন অ্যাপার্টমেন্ট, পো- কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) পিন - ৭৪১১০১ **ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট - ২০৬৬৩৬৬৮০০ (সীমা ৪২.০০ লাখ টাকা) জিইসিএলএস টার্ম লোন এ/সি ৭১২১৮৮৪৯৬৮ (সীমা ১২.৬৭ লাখ টাকা) কৃষ্ণনগর মেন শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৪৯,৪৮,৪৩৫.০০ টাকা** (উনপঞ্চাশ লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশ পঁয়ত্রিশ টাকা) **১৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর মেন শাখার** নিকট বকেয়া **৪৯,৪৮,৪৩৫.০০ টাকা** (উনপঞ্চাশ লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশ পঁয়ত্রিশ টাকা) **১৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির ঠিকানা : এনএইচ-৩৪, বিধানপল্লি, টি বি হসপিটাল, পো : গোবরকুলি, থানা : ধুবুলিয়া, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৪০।
বিবরণ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত পাকা দোকান ঘর এবং গুদাম এবং তৎসহ ফাঁকা জমি **সম্পত্তি প্রয়াত সবিতা ভট্ট** এর নামে অবস্থিত মৌজা : গোবরকুলি, সাধনপাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং ১৯, থানা : ধুবুলিয়া, জেলা : নদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ), পিন : ৭৪১১৫৩, খতিয়ান নং এলআর ৩০৫/১, প্লট নং আরএস ৭৪৮/৯৬২, এলআর ১০১২/১১৩৭, জমির এরিয়া : ৪.৩৫ ডেসিমেল এবং জমির শ্রেণি বাড়ি এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১/৭৩৩/২০১৮। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কাপলি ঘোষ/নদিয়া ডায়াগোস্টিক সেন্টার; দক্ষিণে : ইলা রানি এর সম্পত্তি ; পূর্বে : দাতার সম্পত্তি/ প্রয়াত মণি লাল ভট্ট এর সম্পত্তি ; পশ্চিমে : এনএইচ-৩৪।

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৫
স্থান : কৃষ্ণনগর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

খোট্টাডিহি খনির সিএইচপিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই মেশানো হচ্ছে কয়লায়!

এক্স হ্যান্ডেলে সরব বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ইসিএলের পাণ্ডবেশ্বর এলাকার খোট্টাডিহি কয়লা খনিতে কয়লার সঙ্গে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই মেশানোর অভিযোগ উঠেছে খনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করে বলেছেন, 'খোট্টাডিহি কয়লা খনিতে কয়লার সঙ্গে ধুলো মেশানো হচ্ছে, এতে দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছি।' বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধুলো (ছাই) কয়লার সঙ্গে মেশানোর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তিতে পড়েছে খনি কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ উঠেছে, ইসিএলের কিছু কর্মকর্তা পদোন্নতি পেতে এই সব করছেন। কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত স্বার্থে এই সব করছেন। ছাই ফেলার ভাইরাল ছবির জন্য তাঁরা কোম্পানির বদনাম করার চেষ্টা করছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কিছুদিন ধরে খোট্টাডিহি ওসিপির পরিত্যক্ত

খনিগুলিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে একই ছাই ভরাট করা হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, ওই একই ছাই সিএইচপিতে আনা হচ্ছে এবং কয়লার সঙ্গে মেশানো হচ্ছে। খনির ভালো গুণমানের কয়লায় মিশছে 'ভেজাল'। ভেজালের বিষয়ে পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার অমিতাভ ভট্টাচার্য বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির পাণ্ডবেশ্বর মণ্ডল ২-এর সভাপতি বেণুধর মণ্ডল বলেন, 'রানিগঞ্জ কয়লাঞ্চলে উৎপাদিত কয়লার মান তুলনাহীন। অন্যান্য কয়লা অঞ্চলের তুলনায় এখানে কয়লার চাহিদা অনেক বেশি, কিন্তু কিছু কর্মকর্তা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জন্য কয়লার মান নিয়ে খেলছেন। পাণ্ডবেশ্বরের খোট্টাডিহি খোলামুখ খনির সিএইচপিতে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধুলো কয়লার সঙ্গে মেশাতে দেখা গেছে। আসলে, ইসিএলের সদর দপ্তর প্রতিটি এলাকা এবং কোলিয়ারিরি জন্য বার্ষিক কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। শ্রমিকরা বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু কিছু কর্মকর্তা পদোন্নতি পেতে ভেজাল দেওয়া থেকে বিরত থাকেন না। খোট্টাডিহি কোলিয়ারি সিএইচপির ঘটনা এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ। খনির কিছু লোকের পদোন্নতি পেতে ভেজালের জন্য কয়লা শিল্প ধ্বংস হতে দেওয়া হবে না।' তিনি অভিযোগ করেন, গত মাসের ১১ থেকে ১৩ জুন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোট্টাডিহি কোলিয়ারি সিএইচপি-র সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করার দাবি জানাবেন। কারণ, ওই তিন দিনে ধুলো এনে কয়লা মেশানো হয়েছিল। বিজেপি এই বিষয়ে চুপ করে বসে থাকবে না। তিনি এই বিষয়ে কয়লামন্ত্রী এবং ইসিএল সিএমডি-কে চিঠি লিখবেন এবং ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাবেন বলেও জানান। ইসিএল ব্যবস্থাপনার উচিত বিষয়টি তদন্ত করে পদক্ষেপ নেওয়া, অন্যথায় বিজেপি তীব্র আন্দোলন শুরু করবে।

তৃণমূল অঞ্চল প্রধানের অশ্লীল স্লোগানের ভিডিও ভাইরাল, শোরগোল আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শহিদ দিবসে কলকাতার ধর্মতলায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের স্লোগান ঘিরে বিতর্ক। তৃণমূল দলের প্রধান হয়েও তৃণমূলের বিরুদ্ধে অশ্লীল ভাষায় স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠল আরামবাগের হরিণখোলা এক নম্বর অঞ্চলের প্রধান পার্থ হাজারির বিরুদ্ধে। ভিডিও ভাইরাল হতেই শোরগোল রাজনৈতিক মহলে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হরিণখোলা এক নম্বর অঞ্চলের প্রধান পার্থ হাজারি তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হাওড়া ব্রিজে মিছিল করে যাচ্ছেন। স্লোগানে তিনি 'ছেলে' তুলে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করছেন। আর কর্মী সমর্থকরা সেটা সমর্থন করে বলছেন, 'তৃণমূল তৃণমূল তৃণমূল।' বার বার তৃণমূল প্রধান অশ্লীল ভাষায় স্লোগান দিচ্ছেন আর তৃণমূল কর্মীরা উল্লাসের সঙ্গে 'তৃণমূল' বলে চলেছেন। প্রশ্ন উঠছে, একজন তৃণমূলের প্রধান হয়ে কিভাবে নিজের দল তৃণমূলকে অশ্লীল ভাষায় স্লোগান দেন? বাকি তৃণমূল কর্মীরা শুনেও কেন চুপ ছিলেন? আসলে, তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ হাজারির এমনই প্রভাব রয়েছে, যে তাঁর ওপর কথা বলার কেউ নেই। দাপুটে তৃণমূল নেতা পার্থ, বর্তমানে প্রধানের চেয়ারে থাকায়, এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তৃণমূল কর্মী, সমর্থকেরা সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত বলে অভিযোগ। যদিও এই বিষয়ে ওই অঞ্চল প্রধান পার্থ হাজারির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, 'আমার নামে কেউ নোংরা কথা বললে, কেউ আন্দিত হবে তাই এই সব বলছে। ওই স্লোগান দেওয়ার সময় আমার ক্যামেরাতেও ভিডিও করা আছে। সেটাও তো দেখা উচিত। আসলে কুৎসা ছড়ানোর জন্যই এই সব করা হচ্ছে।' পাশাপাশি এই নিয়ে আরামবাগ তৃণমূল ব্লক সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা 'মিটিংয়ে ব্যস্ত আছি' বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। অপরদিকে, পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'এটা তৃণমূলের কালচার। তৃণমূলের অঞ্চল প্রধান থেকে মন্ত্রীরা অশ্লীল ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী আবার ভাষা সন্ত্রাসের কথা বলছেন। তার দলের একজন প্রধান নিজের দলকেই বাপ, মা তুলে গালাগালি করছেন। এদের পদত্যাগ করা উচিত।' সবমিলিয়ে তৃণমূল প্রধানের অশ্লীল স্লোগানের ঘটনায় নিন্দার ঝড় জেলা জুড়ে।

দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলে ফের বিজেপিতে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলে ফের বিজেপিতে ভাঙন। কয়েকদিন আগে দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার পরেই গোগলা অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল বিজেপিতে ভাঙন। আবারও সেই চিত্র দেখা গেল একুশে জুলাই ধর্মতলা যাওয়ার পর।

মঙ্গলবার রাতে ৮টা নাগাদ দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের মাধাইপুর তৃণমূলের দলীয় কার্যলয়ে ২০২১-এর ভোটে ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর বুথের বিজেপির যুব মোর্চার আইটি সেলের দায়িত্বে থাকা কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গে নতুন ডাঙা গ্রামের বিজেপির শক্তি প্রমুখ-সহ বনগ্রাম, গোগলা, রসিক ডাঙা এলাকার প্রায় ২০টি পরিবার যারা বিগত পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির হয়ে কাজ করেছিল,

এরকম প্রায় ১০০ জন এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। গোগলা অঞ্চলের তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, 'বিজেপি ছেড়ে এদিন যারা তৃণমূলের পতাকা হাতে নিলেন তাঁদের সবাইকে দলে স্বাগত। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি, সেখানে কোনও দল বা রঙ দেখিনা। বিজেপির যারা আজ তৃণমূলে এলেন তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, বিজেপির না আছে এখানে কোনও সংগঠন, না মানুষের পাশে দাঁড়ায়। সেকথা উপলব্ধি করেই তাঁরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন।'

মায়াপুরে এক ভক্তের সিআইডি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মায়াপুরে ঘি ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় ব্যাঙ্গালোর থেকে ধৃত বৈষ্ণবভক্তকে ৮ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ নবদ্বীপ আদালতের। বুধবার নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্দেশ দেন, সূত্রের খবর ২০২১ সালে ১ ফেব্রুয়ারি মায়াপুর গৌরনগরে নিজের অফিস ঘরে বন্দুকের গুলিতে খুন হন ঘি ব্যবসায়ী রিপন দাস ওরফে রসিক শেখর দাস (৩২) নামে এক যুবক। সেই খুনের ঘটনায় প্রথমে জেলা পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও পরবর্তীতে তদন্তভার দেওয়া হয় সিআইডিকে, তদন্তভার হাতে পেয়ে খুনের কিনারা করতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে মায়াপুর শ্রীনাথপুরের বাসিন্দা লাল্টু ঘোষ ও ধুবুলিয়া থানার বেলপুকুরের বাসিন্দা সমীর হালদারকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। এরপর তদন্তের স্বার্থে দু'জনকেই নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েও কোনও সূত্র পায়নি সিআইডি। পরবর্তীতে জেল হেপাজত হয় দুই অভিযুক্তের। এই মামলায় তদন্তকারী আধিকারিকের বদল হতেই ফের তদন্ত শুরু করে সিআইডি। গত ১১ জুলাই রাতে কোতোয়ালি থানার বাসিন্দা আব্বাস আলি শেখ ওরফে আকাশ নামক এক দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। তাঁকে ৭ দিনের হেপাজতে রেখে ১৮ জুলাই আদালতে পেশ করলে, ওই দুষ্কৃতীকে মায়াপুরের ঘি ব্যবসায়ী খুনের মামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগে সিআইডি সাত দিনের হেফাজতের আবেদন জানালে, বিচারক ৬ দিনের সিআইডি হেপাজত মঞ্জুর করেন। অপরদিকে, নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে গত ২১ জুলাই রাতে ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্ট কম্পাউন্ড থেকে অলোক কুমার সরকার গ্রেপ্তার করে সিআইডি। খুনের মামলায় ধৃত অভিযুক্তকে বুধবার নবদ্বীপ আদালতে পেশ করে ১০ দিনের হেপাজতের আবেদন জানালে, বিচারক ৮ দিনের মঞ্জুর করেন। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে তিনি কোনওভাবেই জড়িত নন বলে জানান অভিযুক্ত।

বাইক চুরির অনুসন্ধানে গিয়ে পাঁচটি চুরির বাইক উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: একটা চুরির বাইক উদ্ধার করতে গিয়ে পাঁচ পাঁচটা চুরির বাইক উদ্ধার করল রানিগঞ্জ থানার পুলিশ। আবারও রানিগঞ্জ থানার পিসি পার্টির পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার সূত্র ধরে পেল সফলতা। বাইক চুরিকাণ্ডের তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালায় পুলিশ। এরপর বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশির চালিয়ে দুই বাইক চোরকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতদের জেরার পর পাঁচটি বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। বুধবার আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ

কমিশনারেটের রানিগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনা প্রসঙ্গে জানান, রানিগঞ্জের শিশু বাগান এলাকায় গত ১০ জুলাই প্রসেনজিৎ রুজ নামের এক ব্যক্তির একটি গ্ল্যামার বাইক চুরি যায়। এরপরই ১৭ই জুলাই রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি ফাঁড়ি এলাকার সিয়ারসোল রাজবাড়ি মোড়ের এসবিআই এটিএম-এর সামনে থেকে শান্তনু মুখার্জী নামে এক ব্যক্তির একটি গ্ল্যামার বাইক চুরি যায়। রানিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের হলে, পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজে লক্ষ্য করে ওই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, বছর একুশের ঝাড়খণ্ডের, ধানবাদ জেলার নিরসা থানার, মোগমা এরিয়ার কাঞ্চনডিহির বাসিন্দা ফাইজান আনসারিকে। তাকে অনুসরণ করতেই পায় সফলতা। দেখা যায়, সে রানিগঞ্জেরই নবীনগরের বাসিন্দা এমডি রাজনের সঙ্গে রানিগঞ্জ শহর এলাকায় ঘুরছিল। এরপরই পুলিশ তাদের পাকড়াও করে। তাদের সঙ্গে থাকা মোটরবাইকটি গিরিডি এলাকা থেকে চুরি করা বাইক বলে জানতে পারে। পুলিশ তাদের আসানসোল জেলা আদালতে হাজির করলে, বিচারক ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নির্দেশ দেন। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া পাঁচটি মোটরবাইক উদ্ধার করে। জানা গেছে, চুরির বাইক পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের গাড়ি বিহার, ঝাড়খণ্ডে, আর বিহার, ঝাড়খণ্ডের গাড়ি পশ্চিমবাংলায় চালান করত। বহু ক্ষেত্রে নম্বর প্লেট বদলে পাচার করা হত। পুলিশ আগামীতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কোনও অপরাধের কিনারা পায় কিনা সেটাই দেখার। ঘটনায় আরও কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়েও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

গাইঘাটার স্টিল কারখানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: কর্মহীনের আশঙ্কায় এক থেকে দেড়শো শ্রমিক! কারখানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শ্রমিকদের। উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার বৈকরা এলাকায় নন্দন সাহা স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রমিকেরা গোডাউনের গেটের সামনে বসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। তাদের দাবি, বেশ কয়েক মাস ধরে ঠিকমতো কাজ হচ্ছে না। হঠাৎ করে অনেক শ্রমিকদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে আর্থিক সংকটে পড়েছেন তাঁরা। কাজ না হওয়ার বিষয় নিয়ে মালিকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে, মালিক তাঁদের জানিয়ে দেন, তিনি কোটি কোটি টাকার দেনায় পড়েছেন। শ্রমিকদের আরও দাবি, মালিক তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন তাদের আর কাজ নেই। পরবর্তীতে কাজের দাবিতে গোডাউনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকেরা। তাঁদের বক্তব্য, সামনে পুজো, তার ওপর বিভিন্ন যায়গায় থেকে লোন তোলা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কাজ হারালে ছেলে মেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে। তাঁরা চাইছেন হয় মালিক পক্ষ তাঁদের কাজ দিক, না হয় এককালীন কিছু টাকা দিক, যাতে অন্য কাজ খোঁজা পর্যন্ত তাঁরা চলতে পারেন। গোডাউনের ইনচার্জ শিবদাস সাহা বলেন, 'কোম্পানি একটা সমস্যার মধ্য দিয়ে চলছে। আমরা সেইটা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি। কিন্তু কাজ একদম বন্ধ হয়ে গেছে এমটা নয়। এখনও কাজ আছে। আমরা চেষ্টা করছি সেটা যেন চলে। শ্রমিকরা আমাদের পরিবারের বাইরের কেউ নন, যা হবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই হবে। ওদের যাতে সমস্যা না হয় সেটা দেখা হবে।'

বোরখা পড়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরায় আটক দুই ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: বুধবার সকালে বর্ধমানের গুসকরা বাসস্ট্যান্ডে বোরখা পড়ে দু'জনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয়রা। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে খবর দিলে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে দেখে বোরখার ভিতরে নারী নয়, রয়েছে নারী বেশে পুরুষ। সাতসকালে গুসকরায় বোরখার বেসে সন্দেহজনকভাবে দু'জন পুরুষ আটক হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। আটক হওয়া দু'জন ব্যক্তি দাবি, তাঁরা কোনও সন্দেহজনক কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁদের সঙ্গে থাকা বোরখা পড়ে থাকা একজনের বাবা বলে পরিচয় দেওয়া ব্যক্তি জানান, তাঁদের বাড়ি মঙ্গলকোট থানার গতিষ্ঠা গ্রামে। মঙ্গলবার তাঁর বিবাহিত মেয়ে তাঁর আট বছর এবং চার বছরে দুটি সন্তান রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সকালে ফোন করে তাঁর সন্তান দুটিকে গুসকরা বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে আসতে বলে। তাই তাঁরা মেয়েকে হাতেনাতে ধরার জন্য বোরখা পড়েছিল। বর্তমানে, পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিস্তারিত জানার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ধৃত এক বাংলাদেশি ও ভারতীয় দালাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বাংলাদেশি এক যুবক এবং একজন দালালকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েক মাস আগে বাংলাদেশের ওই যুবক অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশ করে এবং ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করে বিভিন্ন রাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। বাংলাদেশে পালানোর পরিকল্পনা করলে গতকাল রাতে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাঁকে। চাপড়া থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শিকড়া গ্রামের আব্দুল সালাম মণ্ডল নামে এক দালালের মারফত বাংলাদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। ধৃত দালাল সেকথা স্বীকার করেছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃত বাংলাদেশি যুবকের নাম রাসেল ইসলাম। বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলা বাসিন্দা ওই যুবক। ধৃতদের বুধবার কৃষ্ণনগরে আদালতে তোলে পুলিশ।

নবদ্বীপে 'খুন' প্যান্ডেল শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল নবদ্বীপ থানার চরব্রহ্মনগর মাঝেরপাড়া এলাকায়। খুনের অভিযোগ পরিবারের। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ। বয়স আনুমানিক ৩৬ বছর। তাঁর বাড়ি চরব্রহ্মনগর মাঝের পাড়া এলাকায়। যুবকের পরিবারের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ কে বা কারা বিশ্বজিৎকে বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে নিয়ে যায়। বুধবার সকালে এলাকার তিন রাস্তার মোড়ে বিশ্বজিতের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের দিদি সীমা দেবনাথ জানান, পেশায় প্যান্ডেল শ্রমিক বিশ্বজিতের পরিবারের ছয় বছরের একটি মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছেন। যুবকের দিদি সীমা দেবনাথের অভিযোগ, 'এটা চক্রান্ত। তিন মাস আগে ভাইকে হুমকি দেয় কয়েকজন যুবক। তারাই খুনের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।' নবদ্বীপ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে এবং হত্যার পেছনের প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে।

ফরাক্কা এক্সপ্রেসে বিপুল কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে দিল্লি থেকে মালদাগামী ফরাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনের জেনারেল কামরা থেকে বিপুল পরিমাণ কচ্ছপ উদ্ধার করল মালদা টাউন স্টেশনের জিআরপি। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। যদিও কচ্ছপ পাচারকারী কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি জিআরপি।

মালদা টাউন স্টেশনের জিআরপি প্রশান্ত রায় জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পান দিল্লি থেকে মালদাগামী ফরাক্কা এক্সপ্রেসে করে কচ্ছপ পাচার করা হচ্ছে। ট্রেনটি এদিন সকাল ৯টা বেজে ৫০মিনিটে মালদা টাউন স্টেশনে ঢোকা মাত্রই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। ওই সময় ট্রেনের এক জেনারেল কামরা থেকে বাথরুমের কাছ থেকে কচ্ছপবোঝাই পাঁচটি বস্তা উদ্ধার হয়। সেই বস্তাগুলি থেকে উদ্ধার হয় ২৬৮টি কচ্ছপ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কচ্ছপগুলি উত্তরপ্রদেশ থেকে আনা হচ্ছিল এবং বালুরঘাটে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল। এরপরই জিআরপির পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় মালদা বন দপ্তরে। মালদা ডিভিশনের ফরেস্ট বিট অফিসার প্রদীপ গোস্বামী বলেন, 'উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি জিআরপির পক্ষ থেকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সেগুলি আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

কন্ডাক্টরকে জুতো দিয়ে মারধর, প্রতিবাদে বাস পরিষেবা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বাস কন্ডাক্টরকে জুতো দিয়ে মারধর করার ঘটনার প্রতিবাদস্বরূপ বুধবারেও বন্ধ বাস চলাচল। বালুরঘাট-হিলি রুটের বেসরকারি বাস চলাচল বন্ধ থাকায় এদিন বেশ সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পুরো বিষয়টি নিয়ে এদিন বালুরঘাটে বাস মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কথা বলেন বালুরঘাট-হিলি রুটের বাস কর্মীরা।

উল্লেখ্য, গত সোমবার বালুরঘাট-হিলি রুটের একটি বেসরকারি বাসের কন্ডাক্টরের সঙ্গে বচসা বাঁধে এক মহিলার। ওই মহিলার অভিযোগ, তাঁর মেয়ের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিয়েছে সংশ্লিষ্ট বাসের কন্ডাক্টর। স্টুডেন্ট ভাড়ার থেকেও কেন বেশি ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেই নিয়ে তর্কবিতর্কের মধ্যে ওই কন্ডাক্টরকে জুতো দিয়ে মারা হয় বলেই দাবি করেছেন প্রহৃত বাস কন্ডাক্টর। পাশাপাশি বেশি ভাড়ার নেওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করা হয়েছে ওই কন্ডাক্টরের তরফে। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার থেকে বালুরঘাট-হিলি রুটের বাস পরিবহন বন্ধ করে দেয় বেসরকারি বাস কর্মীরা। ওই মহিলা নিঃশর্তভাবে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধ থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে কর্মীদের তরফে। পাশাপাশি ওই মহিলার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বাস কন্ডাক্টরের তরফে। এবিষয়ে বাস কন্ডাক্টর তরুণ মাহাতো বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে স্টুডেন্ট ভাড়া থেকেও বেশি ভাড়া নেওয়ার যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা। যেদিন বেশি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ করা হচ্ছে, সেদিন আমাদের বাস রাস্তায় বের হয়নি। অথচ আমাকে সমস্ত যাত্রীদের সামনে জুতো দিয়ে মারা হয়েছে। আমি এই ঘটনার সুবিচার দাবি করছি এবং এই বিষয়টি নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' যদিও এই বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্ত মহিলার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, এ বিষয়ে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র তরফে এক ব্যক্তি জানান, 'বাসের কর্মীদের সঙ্গে আজ আলোচনা হয়েছে। আশা করছি আগামীকাল থেকে বাস পরিবহন স্বাভাবিক হবে। ওই বাস কন্ডাক্টর যাতে সুবিচার পান, সেই বিষয়ে আমরা আশ্বস্ত করেছি।'

মালায়ালম ছবির সুপ্রভাব রাজ্যে

বহরমপুর সদরের একাধিক স্কুলে 'নো মোর ব্যাক বেঞ্চার মডেল'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: প্রথম বেঞ্চ দখলের জন্য মনোযোগী পড়ুয়াদের আর স্কুল গেটে লাইন দিতে হবে না। পাশাপাশি অমনোযোগী পড়ুয়ারাও আর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পাবেনা। রুপোলি পর্দায় মালায়ালম ছবি শ্রেণিকক্ষে পড়ুয়াদের বসার ভোলই বদলে দিয়েছে। ব্যাক বেঞ্চার বলে এখন থেকে আর কিছু থাকছে না। সব পড়ুয়াই ফার্স্ট বেঞ্চার। বহরমপুর সদর পশ্চিম চক্রের কয়েকটি স্কুল পড়ুয়াদের ইংরাজি 'ইউ' আকৃতিতে বসিয়েই সবাইকে ফার্স্ট বেঞ্চারের স্বীকৃতি দিয়েছে। তাতে পঠন পাঠনের ধারাও আমূল বদলে গিয়েছে বলেই দাবি শিক্ষক শিক্ষিকাদের। ধীরে ধীরে জেলার বহু স্কুলে শুরু হয়েছে তার অনুকরণ। 'নো মোর ব্যাক বেঞ্চার মডেল' এখন জেলাজুড়ে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বহরমপুর সদর পশ্চিম

চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভাশিষ দে বলেন, 'শিক্ষক পড়ুয়ার সম্পর্ক যত সাবলিল হবে পড়ুয়াদের জড়তা তত কাটবে। আর তখনই তাদের পড়ার আগ্রহ বাড়বে। পঠন পাঠনের মানোন্নয়ন হবে। এই পদ্ধতিতে তার ব্যাপক সাড়া মিলছে।'

ভালো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম বেঞ্চে বসার প্রতিযোগিতা চলে। তেমনি লেখাপড়ায় দুর্বল পড়ুয়ারা সুযোগ পেলেও প্রথম বেঞ্চের ধারের কাছে ঘেঁষে না। পিছনের বেঞ্চে বসে শিক্ষকের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে মন না দিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে গল্পে ডুবে যায়। শাসন করে তাদের বাগে আনতে না পেরে শিক্ষক শিক্ষিকারাও হতাশ হয়ে একসময় হাল ছেড়ে দেন। ফলে পিছনের বেঞ্চের পড়ুয়ারা আরও পিছিয়ে পড়ে। মালায়ালম ভাষার 'স্থানার্থী শ্রীকুট্টন' ছবিতে পরিচালক বিনেশ বিশ্বনাথ অমনোযোগী পড়ুয়াদের শাসন না-করে বাগে আনতে ক্লাসে বসার কৌশলটাই বদলে ফেলেন। পরিচালক তাঁর ছবিতে ব্যাক বেঞ্চের পড়ুয়াদের অভিনব পদ্ধতিতে প্রথম বেঞ্চে টেনে এনে পড়াশোনার ভোলই বদলে ফেলতে দেখা গিয়েছে। রুপোলি পর্দার এই দৃশ্য শিক্ষক শিক্ষিদের মনে দাগ ফেলে দেয়। দক্ষিণের বহু জেলায় স্কুল কর্তৃপক্ষ এই পদ্ধতিকেই নকল করতে শুরু করেন। দক্ষিণী ছবি বাংলাতেও তার ছাপ ফেলতে শুরু করেছে। বহরমপুর সদর পশ্চিম চক্র থেকে শুরু হয়েছে 'নো মোর ব্যাক বেঞ্চার মডেলে'র পথচলা। সদর পশ্চিম চক্রের ২ নম্বর তেজপাল লোহিয়া জিএসএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অনিন্দ্য সিংহ বলেন, 'সিনেমা যে লেখাপড়ার মান বদলে দিতে পারে এমন অভিজ্ঞতা ছিলনা। খুবই ভালো পদ্ধতি। দু'চার দিনেই সুফল পেতে শুরু করেছি। পড়ুয়াদের মনোযোগ বাড়ছে।' ৬৩ নম্বর রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত পাল বলেন, 'বসার বদল ছাত্রছাত্রীদের বদলে দিয়েছে। পিছনের সারির পড়ুয়াদের জড়তা কাটছে। লেখাপড়ার মান বদলাবে বলেই আমার ধারণা। স্কুলে বসার পদ্ধতি বদলানোয় খুশি পড়ুয়ারাও।' তেজপাল লোহিয়া জিএসএফপি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র কুশল দে বলে, 'আর আমাকে কেউ পিছনের বেঞ্চের ছাত্র বলে খেপাতে পারবে না।'

লোকমান্য তিলক-চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লোকমান্য তিলকের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'লোকমান্য তিলকের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে স্মরণ করি। তিনি এমন এক পথিকৃৎ নেতা ছিলেন, যিনি অটল নিষ্ঠায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাকে দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এক অসাধারণ চিন্তকও বটে, যিনি জ্ঞানের শক্তি এবং সেবায় বিশ্বাস করতেন।'

চন্দ্রশেখর আজাদকেও তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ন্যায়ের জন্য দৃঢ়ভাবে সাহসের সঙ্গে সোচ্চার হতে তিনি আমাদের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেন। সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'চন্দ্রশেখর আজাদকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য শৌর্য এবং দৃঢ়চেতা মানসিকতার প্রতীক। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ন্যায়ের জন্য দৃঢ় ভাবে সাহসের সঙ্গে সোচ্চার হতে তিনি আমাদের যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেন।'

কমিশনকে তোপ রাহুলের, ট্রাম্প ইস্যুতে তোপ মোদীকে

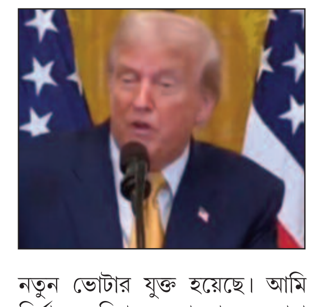

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই: বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। পাশাপাশি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্যুতে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। নির্বাচন কমিশন বিহারে ৫২ লক্ষ ভোটারদের চিহ্নিত করার বিষয়ে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বুধবার বলেছেন, 'এটি কেবল সেই ৫২ লক্ষ লোকের কথা নয়। তারা মহারাষ্ট্রে (বিধানসভা নির্বাচনে) প্রতারণা করেছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা দেখাতে বলেছিলাম, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমরা তাদের ভিডিওগ্রাফি দেখাতে বলেছিলাম, কিন্তু তারা ভিডিয়োগ্রাফির নিয়ম পরিবর্তন করেছে। মহারাষ্ট্রে ১ কোটি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে। আমি নির্বাচন কমিশনকে কালো এবং সাদা রঙে দেখাব যে চুরি কী ভাবে করা হয়। তারা বুঝতে পেরেছে যে আমরা এখন তাদের খেলা সম্পর্কে সচেতন। এখন, তারা যা করছে তা হল তারা ভোটারদের মুছে ফেলেছে এবং একটি নতুন ভোটার তালিকা আনা হবে।' ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবি সম্পর্কে রাহুল গান্ধি বলেন, 'আপনি বলছেন যে অপারেশন সিঁদুর চলছে এবং একদিকে, আপনি বলছেন যে আমরা বিজয়ী হয়েছি। একদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ২৫ বার বলেছেন, তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করেছেন। 'কুছ না কুছ তো ডাল মে কালা হ্যায় না'। কোনও দেশ আমাদের বিদেশ নীতিকে সমর্থন করেনি।'

ময়দান

ম্যাঞ্চেস্টারে মরণ-বাঁচনের ম্যাচে চাপে ভারতীয় দল! চিন্তা বাড়াচ্ছে ঋষভের চোট

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিরিজ বাঁচানোর শেষ সুযোগ। তাই ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে বুধবার মরণবাঁচন ম্যাচে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু ম্যাচের প্রথম দিনই একাধিক ধাক্কা খেল শুভমান গিলের দল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে বেশ মন্থর গতিতে ইনিংস গড়লেও, দিনের শেষে সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল ঋষভ পন্থের চোট। পায়ের চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি, এবং দ্বিতীয় দিনে তাঁর খেলা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে। দিন শুরু হয় ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের টস জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠানোর সিদ্ধান্তে। ম্যাঞ্চেস্টারের পিচে বরাবরের মতোই পেসাররা বাড়তি সাহায্য পান। তার উপরে আকাশ ছিল মেঘলা, ফলে সুইং সামলানো ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। তবে সেই চ্যালেঞ্জ দারুণভাবে সামলান ভারতের দুই ওপেনার ; যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুল। দিনের প্রথম সেশন উইকেট না হারিয়ে কাটিয়ে দেন তাঁরা। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের পরে, সেই জমাট ওপেনিং জুটি ভেঙে যায়। সবচেয়ে হতাশাজনক ছিল অধিনায়ক শুভমান গিলের ব্যর্থতা। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১২ রান করেই বেন স্টোকসের শিকার হন তিনি। গিলের আউটের পরে কিছুটা হাল ধরেন তরুণ সাই সুদর্শন। সুযোগ পেয়েই নিজের প্রথম টেস্ট হাফসেঞ্চুরি করেন তিনি ; ৬১ রানের লড়াকু ইনিংস খেলে যান। তাঁর সঙ্গে ৭২ রানের জুটি গড়েন ঋষভ পন্থ। সেই সময়েই মনে হচ্ছিল ভারত আবার ছন্দে ফিরছে। কিন্তু হঠাৎ করেই বিপত্তি। ৬৮তম ওভারে ক্রিস ওকসের একটি ইয়র্কার বলে রিভার্স সুইপ মারতে গিয়ে মারাত্মকভাবে পা মচকে বসেন ঋষভ পন্থ। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি এতটাই ব্যথায় কাতর ছিলেন যে মাঠ ছেড়ে হাঁটতে পারেননি। স্ট্রেচারে চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মাঠের বাইরে। এই চোট ভারতের ইনিংসের ছন্দেই বড় ছেদ টেনে দেয়। পন্থের আউটের ঠিক পরেই সাজঘরে ফিরে যান সাই সুদর্শনও। ক্রিজে তখন থেকে যান শুধুমাত্র রবীন্দ্র জাদেজা ও শার্দূল ঠাকুর। দু'জনেই ১৯ রান করে অপরাজিত রয়েছেন। প্রথম দিনের শেষে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় আড়াইশোর একটু বেশি ; যা এই পরিস্থিতিতে যথেষ্ট নয় বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন ঋষভ পন্থকে ঘিরে। যদি তিনি দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে না পারেন, তাহলে ভারতের স্কোর আরও চাপের মুখে পড়বে। কারণ নীচের দিকের ব্যাটিং অর্ডারে বড় ইনিংস গড়ার সামর্থ্য খুবই সীমিত। ফলে সিরিজ বাঁচানোর এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারত যে এখন থেকেই চাপে, তা বলাই বাহুল্য।

ডুরান্ড: ৫ গোলের বড় জয়ে অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ গোলের ব্যবধানে জয় দিয়ে ডুরান্ড কাপের অভিযান শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। এই মরশুম তথা ডুরান্ড কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৫-০ গোলে সাউথ ইউনাইটেড এফসিকে হারাল অস্কার বাহিনী।

বেঙ্গালুরুর দলকে হারিয়ে একপেশে জয় ইস্টবেঙ্গলের। ম্যাচের ১২ মিনিটে নুঙ্গার শটে প্রথম গোলের খাতা খোলে ইস্টবেঙ্গল। রাকিপের ক্রস সাউথ ইউনাইটেড গায়ে লেগে নুঙ্গার পায়ে আসলে, শট জালে জড়িয়ে দেন তিনি। প্রথমার্ধে বেশকিছু সহজ সুযোগ নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল। বিশেষত সাউল ক্রেস্পো। ৩৭ মিনিটে বক্সের ভিতর সাউথ ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার সালাহ ফাউল করেন এডমুন্ডকে। পেনাল্টি পেয়ে গোল করেন সাউল। দ্বিতীয়ার্ধ একই ভাবে দাপটের সঙ্গে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। ৮০ মিনিটে দিয়ামান্তাকোসের পাস থেকে বিপিনের গোলে ব্যবধান বাড়ায় লাল-হলুদ ব্রিগেড। ৮৮ মিনিটে মহেশের সঙ্গে তাকিব তাজিরের ধাক্কাধাক্কিতে বক্সের একেবারে বাইরে ফ্রি-কিক অর্জন করে ইস্টবেঙ্গল। ফ্রি-কিক থেকে গোল দিয়ামান্তাকোসের। ৮৯ মিনিটে দূরপাল্লার শটে মহেশ গোল করেন। জয় দিয়ে মরশুম শুরু, খুশি হলেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। তিনি বলেন, তিন-চার দিনের প্রস্তুতি পেয়েছে দল। এখনও প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হয় ১৩৪ তম ডুরান্ড কাপের। বুধবারের যুবভারতীর বিকেলে জমকালো অনুষ্ঠানে সূচনা হয় এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্টের। বাংলার পুরুলিয়ার সংস্কৃতি ছৌ-নাচ, রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন হয় অনুষ্ঠানে। মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গানে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও শিখ রেজিমেন্টের 'ভাঙরা', অসম রেজিমেন্টের ছৌ, মারাঠা লোকনৃত্য, গোর্খা রেজিমেন্টের 'কুকরি নাচ' পরিবেশন হয়। ছিল 'ফ্লাইপাস্ট', অর্থাৎ, এয়ার শো, মার্শাল আর্টস শোও।

মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দমকলমন্ত্রী সুজিত বোস, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি এবং সেনাবাহিনীর কর্তারা। দুই দলের ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব সারেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাবার আশীর্বাদে এরিয়ানকে জেতালেন রাজু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মামনি পাঠচক্রের গোলকিপার অর্ণব দাস মাকে হারানোর ৪৮ ঘন্টা পর নেমেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে। অর্ণবের মতোই জীবনের কঠিন লড়াইয়ের সম্মুখীন রাজু ওঁরাও। সদ্য বাবাকে হারিয়েছেন হুগলির জনাইয়ের পায়রাগাছার বাসিন্দা রাজু। গত দুই বছর এরিয়ান ক্লাবে খেলছেন তিনি। রবিবার সকালে এরিয়ানের অনুশীলনের মাঝেই হঠাৎ ফোন পান বন্ধুর। জীবনের কঠিনতম খবরটি শুনে অপেক্ষা না করেই বাড়ি ফিরে আসেন রাজু। ৪৮ ঘন্টা পর ভবানীপুরের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেই গোল করলেন। প্রথমার্ধের একেবারে শেষদিকে রাজুর গোলে ভবানীপুরের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে এই মরশুমে প্রথম জয় পেল এরিয়ান। বাবার আশীর্বাদেই এসেছে গোল বলছেন রাজু। ক্লাবের জন্য খেলতেই হবে। কোচকে জানিয়েছিলেন, 'দলের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আমার দিক থেকে যতটা চেষ্টা করার করব।' দলকে জিতিয়ে রাজু বললেন, 'অবশ্যই বাবার আশীর্বাদ আমার সঙ্গে ছিল। না হলে গোল করতে পারতাম না। দলের সবাই আজ ড্রেসিংরুমে বলেছিল, আমার বাবার জন্য ম্যাচটা জিততে হবে। গোল এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বাবাকে উৎসর্গ করলাম।

TENDER NOTICE

We, The Forest Association of Apartment Owners, The Forest, 24, Beerpara Lane, Near Dumdum Chanapatty, Kolkata - 700030, are inviting tender bids for facility management services. You may send your interest letter to **forestownersassociation@gmail.com. Phone - 088846000460 / 8017437062. Last Date : 31st July 2025**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 1st Corrigendum Notice

N.I.E. EQ. No. 58/PW/Eng/25 Dt. 09-07-25
N.I.E. EQ. No. 57/PW/Eng/25 Dt. 09-07-25
N.I.E. EQ. No. 56/PW/Eng/25 Dt. 09-07-25

Bid Submission period: 29.07.25 instead of 21.07.25 Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Tender Notice

Batikar Gram Panchayet.
Batikar, Birbhum e-NIT No.-01/BatGP/2025-26 Dated-22/07/2025

*All details of Schemes, Schedule dates and terms & Condition can be obtained from **www.wbtenders. gov.in** and Batikar Gram panchayet Office.

Sd/- Pradhan
Batikar Gram Panchayat

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the **Officer-In-Charge, WBCADC, Berhampore Project** against **NIT No. 02/2025-2026**, **Dated: 21.07.2025** for **Construction of Shed over Seed Dryer Machine at RTC Campus Area, under WBCADC, Berhampore Project**.

The intending tenderers will have to collect the tender documents within **06.08.2025** up to **17.30 PM.** For any details please contact the Office or Visit: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Berhampore Project

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman

e-Tender Notice

e-Tender is invited vide **NIT No.: 99/2025-26 & Memo No.: 872, Date: 23.07.2025,** for **01 no. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **08.08.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য E-Tender।
E-NIT-12/Kumra/2025-26, E-NIT-13/Kumra/2025-26,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender **No. - WBMAD/UM/162/e-Tender/ 2025-26. Dated: 22.07.2025, WBMAD/UM/163/e-Tender/ 2025-26 Dated: 22.07.2025,**
(Supply & Laying of 110 & 160 mm Dia (OD) HDPE PE-100 (PN-6) Pipeline under different Service Zone with Temporary Road Restoration under Uluberia Municipality.)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য E-Tender।
E-NIT-14/Kumra/2025-26,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-19/25-26 Dated 22.07.2025

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_881875_1 **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_881876_1 **(3)** Tender ID No. 2025_ADDA_881882_1 **(4)** Tender ID No. 2025_ADDA_881885_1 **(5)** Tender ID No. 2025_ADDA_881888_1 **(6)** Tender ID No. 2025_ADDA_881896_1 **(7)** Tender ID No. 2025_ADDA_881904_1 **(8)** Tender ID No. 2025_ADDA_881914_1 **(9)** Tender ID No. 2025_ADDA_881919_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 188 to 198/2025-2026 Dated- 23-07-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Hooghly, Nadia, Purulia, Coohbehar, Burdwan, Birbhum, Paschim Medinipur, Jalpaiguri and North 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **24-07-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **30-07-2025 upto 3.00 pm**

Date: 23.07.2025 **Sd/- Executive Engineer**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय -नई दिल्ली
NORTHERN REGIONAL OFFICE –NEW DELHI

শুনানীর বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তির (নোটিশ) মাধ্যমে জানানো যাচ্ছে যে, নিচে দেওয়া সারণীতে উল্লেখিত নোটিফিকেশন প্রাপকদের কাছে শুনানির বিজ্ঞপ্তি (গুলি) জারি করা হয়েছিল। উক্ত শুনানির বিজ্ঞপ্তি (গুলি) রেকর্ড অনুযায়ী নোটিফিকেশন প্রাপকদের শেষ পরিচিত ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়নি। শুনানির বিজ্ঞপ্তি (গুলি)-র বিস্তারিত বিবরণ নিচে সারণীতে দেওয়া হলো।

S. No.	Name of Noticee	Address of Noticee	Scrip/Case Name	Notice Date & No.	Hearing Date / Time & Venue of Hearing
1	Milani Techno Engineering Limited	01 Plot No 90 Mayur Colony Jhalwa,Post Jhalwa, Prayagraj Allahabad UP 211012. 4th Floor Shri Shubh Apartments, Prafull Kanan, VIP Park Kestopur, Kolkata, WB-700101	In the matter of Milani Techno Engineering Limited	SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/1 (June 20, 2025) SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/2 (June 20, 2025)	July 29, 2025 from 11:30 am onwards at SEBI Bhavan-II, BKC, Plot no. C-7, G Block, Bandra Kurla Complex , Bandra (E), Mumbai-400051
2	Prithi Paul Singh Sethi (DIN: 00076689)	509/179 Bandi House,GF Flat No-101, Dr. B.N Road, Lucknow,226007, Uttar Pradesh, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/3 (June 20, 2025)	
3	Rajesh Kumar Sharma (DIN: 01731816)	48, Moh Mohtashim Khan, Pilibhat , Pilibhat, 271001, Uttar Pradesh, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/16 (June 20, 2025)	
4	Sanjay Kumar Upadhyay (DIN: 02455875)	75A, Park Street Kolkata, 700016, West Bengal, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/3 (June 20, 2025)	
5.	Vishwa Bandhu Vashistha (DIN: 02707338)	Choona Danda, Sadabad Gate, Hathras, 204101 , Uttar Pradesh , India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/18 (June 20, 2025)	
6	Ramendra Prasad Sharma (DIN: 02518373)	48, Mohitisim Khan, Pilibhat, Pilibhat, 262001, Uttar Pradesh, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/9 (June 20, 2025)	
7	Mukesh Kumar Khare (DIN: 06400147)	House No. 338/26, Gular Nakabanda, 210001, Uttar Pradesh, Inida		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/8 (June 20, 2025)	
8	Maiku Lal (DIN: 07072169)	Hardoi Fatehpur, 212655, Uttar Pradesh, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/7 (June 20, 2025)	
9	Ram Vishal Telars (DIN: 07072186)	107 Bilindpur Fatehpur, fatehpur, 212655, Uttar Pradesh, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/13 (June 20, 2025)	
10	Surendra Singh (DIN: 07524382)	Jhaupurradha Nagar, Fatehpur, 212601, Uttar Pradesh, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/10 (June 20, 2025)	
11	Ram Kishor Prajapati (DIN: 07524405)	Dariyapur, Akilabad, Fatehpur, 212601, Uttar Pradesh, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/14 (June 20, 2025)	
12	Rajesh Singh Yadav (DIN: 07524409)	S/O Matru Singh, Dundradundara, Fatehpur, Churiyani Fatehpur, Fatehpur, 212601, Uttar Pradesh, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/12 (June 20, 2025)	
13	Sita Ram Prajapati (DIN: 07526339)	Shah, Fatehpur, Fatehpur, 212601, Uttar Pradesh, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/15 (June 20, 2025)	
14	Bharat Subhash Prasad Maurya (DIN: 08101500)	D/59 Panchsheel Chawl, Akurli Road, Kranti Nagamew Budh Vihar, kandivali East Mumbai, 400101, Maharashtra, India		SEBI/NRO/H.A-DIV-III/P/OW/2025/16513/6 (June 20, 2025)	

নোটিফিকেশন প্রাপকদের জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা উত্তর আঞ্চলিক কার্যালয়, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, প্লেট-বি, অষ্টম ফ্লোর, অফিস টাওয়ার ১, এনবিসিসি কমপ্লেক্স, ইস্ট কিডওয়াই নগর, নয়াদিল্লি-১১০০২৩ থেকে শুনানির বিজ্ঞপ্তিগুলি সংগ্রহ করতে পারবেন। নোটিফিকেশন প্রাপকরা সেবির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.sebi.gov.in) থেকে "Unserved Summons/Notices" শিরোনামের অধীনে শুনানির বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি ডাউনলোড করতে পারবেন অথবা gyanendran@sebi.gov.in / haria@sebi.gov.in / suchishmitar@sebi.gov.in -এ অনুরোধ পাঠিয়ে শুনানির বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি পেতে পারবেন। যদি নোটিফিকেশন প্রাপক অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শুনানির জন্য ইচ্ছুক হন, তবে উল্লিখিত ইমেলের মাধ্যমে সে বিষয়ে জানানো যেতে পারে।
যদি উত্তর না পাওয়া যায়, অথবা নোটিফিকেশন প্রাপক বা অনুমোদিত প্রতিনিধি শুনানির জন্য উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন, তাহলে সেবি রেকর্ডে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হবে।

তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৫ **জ্ঞানেন্দ্র নীরাজ**
স্থান: দিল্লি **উপ মহাব্যবস্থাপক**

CBC 15204/11/0139/2526

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন সাজাও যতনে

ছোট্ট অফিস যেভাবে সাজাবেন

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উদ্যোগে যখন একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়, তখন তা সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার কাজটা বেশ চ্যালেঞ্জিং। প্রথাগত পেশাদার প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এখানে জায়গা কম, বাজেটও কম। স্বপ্ন আকাশ ছুঁলেও বাস্তবে অনেক নতুন উদ্যোক্তাকেই তাই কেবল একটি বা দুটি ছোট ঘর নিয়ে শুরু করতে হয় অফিস। সেখানেই গুছিয়ে রাখতে হয় যাবতীয় কাগজপত্রসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সেখানেই কাজ করেন একাধিক কর্মী। হয়তো সেই ছোট্ট ঘরেই রাখতে হয় গ্রাহকেরও বসার ব্যবস্থা।

ছোট হলেও খোলামেলা, স্বস্তিদায়ক

আধুনিক অন্দরসজ্জার ধারায় খোলামেলা ওয়ার্কস্টেশন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। খুব স্বাচ্ছন্দ্যেই সেখানে কাজ করতে পারবেন আপনি। অল্প কয়েকজন কাজের উপযোগী ওয়ার্কস্টেশন কিনতেও পাওয়া যায়, পরে প্রয়োজনে যা বড় করে নেওয়া সম্ভব। আজকাল হালকা নকশার সুন্দর চেয়ার পাওয়া যায়। লম্বা সময় বসে কাজ করার জন্য আর্গোনোমিক চেয়ারগুলো দারুণ। এসব চেয়ারের নকশা এমনভাবে করা হয়, যাতে আপনি স্বাস্থ্যকর দেহভঙ্গি বজায় রাখতে পারেন। সঠিক দেহভঙ্গি বজায় রাখলে টানা বসে কাজ করলেও আপনাকে ঘাড় বা কোমরের ব্যথায় ভুগতে হবে না। আর্গোনোমিক চেয়ারে বসে কাজের সময় প্রয়োজনমতো নড়াচড়া করতে পারবেন। সব মিলিয়ে আরামদায়ক কর্মপরিবেশের জন্য এসব চেয়ার দারুণ।

আসবাবে বাহুল্য বর্জন

ছোট অফিসে হালকা নকশার আসবাব রাখা হলে

জায়গাটা খুব বেশি ছোট মনে হবে না, বরং পরিপাটি দেখাবে। প্রয়োজনমতো এক পাশে ফাইল কেবিনেট রাখুন। খোলা তাকের ব্যবস্থাও করতে পারেন। এখানেও প্রয়োজনীয় বইপত্র গুছিয়ে রাখতে পারেন। নিজেদের অর্জনের স্মারকও সাজিয়ে রাখা যেতে পারে, অফিসে ঢুকলেই স্মারকগুলো চোখে পড়বে। কর্মীদের ব্যক্তিগত কেবিনেট বা লকারের জন্য কিন্তু বাড়তি জায়গার প্রয়োজন নেই। ওয়ার্কস্টেশন বা ডেস্কের নিচেই লকারের ব্যবস্থা করা যায়। জায়গাও বাঁচবে, লকারগুলো দেখাও যাবে না। আসবাবের বাহুল্য আছে বলে মনেও হবে না।

অন্য পাশে ভিন্ন আয়োজন

অফিসের এক পাশে ছোট একটা টেবিল রাখা যেতে পারে। সঙ্গে অল্প কিছু ছোট চেয়ার। কাজের বিরতিতে কর্মীরা একটু আয়েশ করে সেখানে বসতে পারেন। চা-কফি খেতে পারেন। তাতে টানা কাজ করার ক্লান্তি কাটানো সহজ হবে। এমনকি গ্রাহক এলে তাঁর সঙ্গেও আলোচনা হতে পারে সেই জায়গায় বসেই, যদি তা পরিপাটি করে রাখা যায়। সেখানটায় চাইলে অতিথিদের জন্য অফিসের উপযোগী হালকা নকশার সোফাও রাখতে পারেন।

প্রকৃতির ছোঁয়ায় প্রাণ

কাজের জায়গাটাকে করে তুলুন প্রাণবন্ত। অন্দরের

উপযোগী দৃষ্টিনন্দন গাছ রাখুন বেশ কিছু জায়গায়। এগুলোর যত্নও নেওয়া চাই ঠিকঠাক। বোতল বা ছোট পাত্রের পানিতে গাছ রাখলে নিয়মমাফিক পানি বদলান। এমন পাত্রে কিংবা গাছের টবে সাদা বা রঙিন পাথর রাখা যেতে পারে। যদি অফিসের ভেতর প্রাকৃতিক আলো আসার সুযোগ থাকে, তাহলে সেই আলো যতটা সম্ভব কাজে লাগান। বিদ্যুৎ খরচও বাঁচবে, অফিসের পরিবেশও হবে চমৎকার।

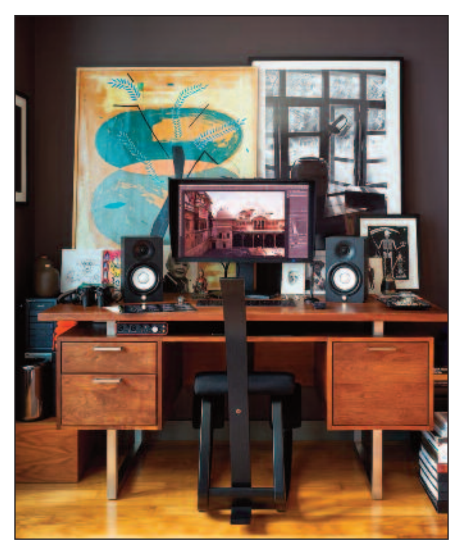

ঘরের দেওয়ালের রঙ বাছতে কোন বিষয়গুলি ভাববেন

বহুদিনের শখ আর শ্রমে গড়া বাসায় রঙের ব্যবহার যদি সঠিক না হয়, তাহলে পুরো উদ্যোগই মাটি। শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়, অন্দরে এমন সব রং প্রাধান্য পাচ্ছে এখন। পাশাপাশি রং নির্বাচনের ক্ষেত্রে আসবাব ও দেয়াল;এই দুটি বিষয়ও মাথায় রাখা জরুরি।

আলোর প্রতি নজর রাখুন

দেয়ালের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে, যাতে আলোর প্রতিফলন হয় কম। ঘরের রং যত উজ্জ্বল হবে, আলো তত ফিকে লাগবে। শোবার ঘর, বসার ঘরের দেয়ালের রং হালকা রাখাই ভালো। দেয়ালে চাঁপা সাদা আর সিলিংয়ের সাদা প্রাধান্য পেলে ভালো হয়। এতে ঘরে আলো ঢোকে বেশি, দেখতেও লাগে প্রশস্ত। চাঁপা সাদা ছাড়াও

হালকা মেটে রং, ধূসর কিংবা ‘বেজ’ রং অর্থাৎ হালকা হলদে ও বাদামি-জাতীয় রং এ সময়ের অন্দরের দেয়ালে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তবে ঘরের এক পাশে বা বিছানার পেছনের দেয়াল, বাচ্চাদের ঘর কিংবা ড্রয়িংরুমের কোনো একটি জায়গায় উষ্ণ ধাঁচের রং দিয়ে বৈপরীত্যও আনা যায়।

প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিতে হবে

সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক লতিফা সুলতানা বলেন, ‘আমাদের প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে রং নির্বাচন করতে পারলে ভালো।

বরফের সাদা, সমুদ্রের নীল, গাছপালার সবুজ, মাটির বাদামি ইত্যাদি হালকা রং চোখকে আরাম দেয়, মনকে দেয় শান্তি। অন্যদিকে তপ্ত সূর্যের লাল আভা বা উজ্জ্বল হলদে উষ্ণ রং মনে অস্থিরতা তৈরি করে। এ কারণে দেয়ালের অনেকটা অংশজুড়ে এসব রং ব্যবহার না করাই ভালো। দেয়ালের ইট বা কংক্রিটের স্বাভাবিক রংও কিন্তু দেখতে ভালো লাগে। প্রকৃতির পরশ পেতে দেয়ালের রংটাই যে সবুজ হতে হবে, তা কিন্তু নয়। বদলে ঘরের বারান্দায় রাখতে পারেন অন্দরের উপযোগী গাছপালা। এভাবে অন্দরে যোগ হতে পারে প্রকৃতির অকৃত্রিম রং।’

জায়গাভেদে দেয়ালে রঙের ভিন্নতা

পড়ালেখা বা কাজের ঘরের দেয়ালের জন্য সব ধরনের রং উপযোগী নয়। অন্দরসজ্জায় নানা অনুষঙ্গের বিন্যাসও বিবেচনায় রাখতে হবে। পড়ার ঘরের হালকা রঙের সঙ্গে উজ্জ্বল আলো চলাচলের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। বাচ্চাদের দেয়ালের জন্য রঙিন কোনো হালকা শেড বেছে নেওয়া যায়। খাবার ঘরের দেয়ালে কিছু উষ্ণ রঙের হালকা শেড ছাড়াও উষ্ণ আলো বেশ নজর কাড়ছে।

ভাতের মাড় যে ত্বক ও চুলের জন্য এত উপকারী, জানতেন ?

উজ্জ্বল ত্বক ও স্বাস্থ্যকর চুল পেতে কে না চায়! এই দুই ক্ষেত্রে উন্নতিতে ভাতের মাড়ের আছে দারুণ কার্যকর। এক হাজার বছর আগে জাপানে সৌন্দর্যচর্চায় চাল ধোয়া জল ও ভাতের মাড় ব্যবহৃত হতো। সময়ের সঙ্গে তা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পায়। আর এটি এমনই এক রূপচর্চার উপাদান, যা আপনি খুব সহজে, প্রায় বিনা খরচে বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন।

কীভাবে বানাবেন

তিনভাবে ‘রাইস ওয়াটার’ বা চাল ধোয়া পানি বানাতে পারেন।

১. আধা কাপ চাল দুই কাপ জলে ৩০ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখুন।

২. ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখা চালের জল ২৪, ৪৮ ঘণ্টা ঘরে রেখে ফার্মেন্টেড করেও ব্যবহার করতে পারেন। যখনই গন্ধ বের হবে, বুঝবেন, এখন এটা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। এই পানি একটা স্প্রে বোতলে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন।

৩. এটা তো সবার জানা, চাল সেদ্ধ করার পর অতিরিক্ত যে জল ফেলে দেওয়া হয়, সেটিই ভাতের মাড়। আরে এই ভাতের মাড় একটা পাত্রে নিয়ে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে ব্যবহার করতে পারেন।

ত্বকের যত্নে

১. ত্বক উজ্জ্বল করে চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড়ে আছে ভিটামিন বি, সি ও ই, যা ত্বকের কালো দাগ কমিয়ে ত্বক উজ্জ্বল করে।

২. অ্যান্টি-এজিং চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড় অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ, যা ফ্রি-র‍্যাডিকেলের

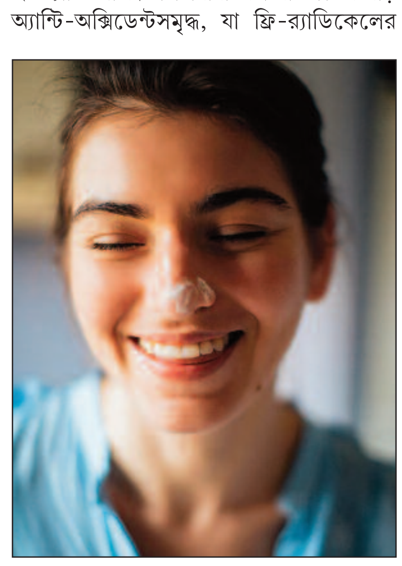

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর ত্বক সজীব রাখতে সহায়তা করে।

৩. প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড় ত্বক কোমল করে, পুষ্টি জোগায়।

৪. অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ ত্বকে র‍্যাশ বা লাল লাল ভাব, ফুলে ওঠার বিরুদ্ধে কাজ করে। ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে ও ওপরের স্তর পরিষ্কার রেখে ব্রণ রুখে দিতেও সহায়ক।

কীভাবে ব্যবহার করবেন

- টোনার হিসেবে মুখ ভালো করে ধুয়েমুছে নিন। এবার চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড় তুলায় লাগিয়ে তা মুখের সবখানে লাগান।
- ফেস মাস্ক চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড়ের সঙ্গে চালের গুঁড়া মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে মুখে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন।
- ক্লিনজার ফেসওয়াশের বদলেও ব্যবহার করতে পারেন। ভাতের মাড় দিয়ে মুখে ম্যাসাজ করুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।

চুলের যত্নে

১. চুল হয় শক্তিশালী চালের জল বা ভাতের মাড়ে আছে অ্যামিনো অ্যাসিড, যা চুল শক্তিশালী করে। চুলের ভাঙন রোধ করে।

২. ঝলমলে ও সিল্কি চুল ঝলমলে ও সিল্কি করতে সাহায্য করে।

৩. নতুন চুল গজায় ফার্মেন্টেড চালের জলে ‘ইনোসিটল’ নামের একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট থাকে। এটি নতুন করে চুল গজাতে ও চুলের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।

৪. খুশকি দূর করে এর অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণাগুণ মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখে। খুশকি দূর করতেও সহায়ক।

কীভাবে ব্যবহার করবেন

- কন্ডিশনার হিসেবে শ্যাম্পু করার পর চুলে ও মাথার ত্বকে ভালোভাবে ভাতের মাড় লাগিয়ে নিন। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন। এবার ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
- হেয়ার মাস্ক চাল ধোয়া পানি বা ভাতের মাড়ের সঙ্গে ভালোভাবে অ্যালোভেরার রস মেশান। এবার এটি হেয়ার মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করুন।
- লিভ-ইন কন্ডিশনার চুল ঝলমলে দেখাতে, চুলের ভলিউম বাড়াতে ঘর থেকে বের হওয়ার আগে পরিষ্কার চুলে ভাতের মাড় বা চাল ধোয়া জল ব্যবহার করতে পারেন।

নতুন এক্সক্লুসিভ স্টোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: AXOR তাদের উপস্থিতি মজবুত করল ভারতে, কলকাতায় তারা খুলল AXOR এক্সক্লুসিভ স্টোর; পেশ করল AXOR শাওয়ারসিলে QID। হান্সগ্রোহে গ্রুপের ডিজাইন ব্র্যান্ড AXOR কলকাতায় তাদের এক্সক্লুসিভ স্টোর খোলার কথা ঘোষণা করল ১৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে। আপোসহীন ডিজাইন ও উত্‌কৃষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে বাথরুম ব্যবহারের অভিজ্ঞতার নতুন সংজ্ঞা তৈরি করার জন্য পরিচিত এই ব্র্যান্ড। AXOR এই যে নতুন স্টোর খুলল, তার মাধ্যমে তারা পূর্ব ভারতে নিজেদের ঐকান্তিক উপস্থিতি কায়েম করল, সেই সঙ্গে ক্রমশ তারা আরও নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে।

নতুন স্টোর খোলার দিনই AXOR-এর একেবারে নতুন থার্মোস্ট্যাটও বাজারে নিয়ে আসা হল। যেমন, AXOR শাওয়ারসিলে QID, এটা হল খুবই রুচিশীল ও সপ্রতিভ একটি কনসিল্ড থার্মোস্ট্যাট সিস্টেম। এটাকে স্টুটগার্টের ডিজাইন স্টুডিও ফিনিক্স-এর সঙ্গে যৌথ ভাবে তৈরি করা হয়েছে।

তপসিয়ার ওডিসিডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেড, পিএস পেনিনসুলায় অবস্থিত নতুন স্টুডিও স্পেস AXOR-এর এই বর্তমান প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন যে তারা গোটা ভারতে মনকে মুগ্ধ করে দেওয়ার মতন এবং ডিজাইনে সমৃদ্ধ পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। কলকাতার স্টোরকে স্থপতি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, ও গৃহস্থ মানুষের তালুক হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে সবাই এই ব্র্যান্ডের কারিগরি, উদ্ভাবন ও কাস্টমাইজেশনের সামর্থ্য পরখ করে দেখে নিতে পারবেন।

AXOR শাওয়ারসিলে QID

AXOR এখন ভারতে উপলব্ধ। এ হল নতুন প্রজন্মের আলট্রা-ফ্ল্যাট শাওয়ার কনট্রোল যা এক অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। তিন রকম জ্যামিতিক ডিজাইনে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে। যেমন- কৌণিক, সফ্টস্কোয়্যার, ও গোলাকার। এই কালেকশনে আছে মোনোলিথিকপ্যাডেল কন্ট্রোল এবং ট্যাকটাইলহ্যাপটিক ফিডব্যাক, যা অনায়াসে তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এতে একটি সুরক্ষিত 400C সেফটিলক আছে। তাই এগুলোকে কনসিল্ড শাওয়ার কন্ট্রোলের জগতে একেবারে নতুন ধরনের জিনিস বলা যেতে পারে।

টাটা মোটরস বাজারে নিয়ে এল মালবাহী আধুনিক চারচাকার গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যবসার চাহিদার কথা ভেবেই ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক, টাটা মোটরস, ব্র্যান্ড-নিউ টাটা এস প্রো লঞ্চ করল।যা ছোট বাণিজ্যিক মালবাহী পরিবহনে নতুন যুগের সূচনা করবে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। টাটা এস প্রো হল ভারতের সবচেয়ে সাশ্রয়ী চার চাকার ছোট ট্রাক, যার দাম রাখা হয়েছে একেবারে সাধ্যের মধ্যে। মাত্র ৩.৯৯ লক্ষ টাকায় এই গাড়ি কিনতে পারবেন গ্রাহকরা। পেট্রোল, বায়ো-ফুয়েল (সিএনজি পেট্রোল) এবং বৈদ্যুতিক সংস্করণের সুবিধার সাথে টাটা এস প্রো এমন একটা গাড়ি, যা নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে, বাণিজ্যিক স্বার্থে কাজেও লাগাতে পারবে। এস প্রো চালু করে, টাটা মোটরসের এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর মিঃ গিরিশ ওয়াঘ বলেন, ক্ষ্মটাটা এইস চালু হওয়ার ফলে ভারতে কার্গো পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। গত ২০ বছরে এটি ২৫ লক্ষেরও বেশি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আমরা সম্পূর্ণ নতুন টাটা এস প্রো-এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের আগ্রহীদের জন্য নতুন উদ্যমের সাথে এই ইতিহাস অব্যাহত রাখছি।

সেলস ফোর্সের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষাঙ্গনে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি ভূমিকা অনস্বীকার্য। এবার সেলস ফোর্স এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের ছাত্র ছাত্রীদের আরো উন্নতমানের শিক্ষা ও কর্ম সংস্থান দিতে বদ্ধপরিকর সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি। মঙ্গলবার শহর কলকাতার এক পাঁচ তারা হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে সেলস ফোর্স এর সঙ্গে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি পথ চলার কথা জানানো হলো। উপস্থিত ছিলেন সেলস ফোর্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট কামাল নাথ, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি পক্ষ থেকে ডঃ শঙ্কু বোস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। তাঁরা জানান তাদের এই প্রয়াস আগামী দিনে ছাত্র ছাত্রীদের কর্ম সংস্থান দিতে পারবে সঙ্গে আরও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ভালো দিগন্ত দেখাতে পারবে।